নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ
এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ

আলোর দিশারী

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৪

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

৮ মার্চ ২০২৪

আলোর দিশারী

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪

"আমি দেখেছি আমার জীবনে যে নারী তার স্বামীকে এগিয়ে দেয় নাই, সে স্বামী জীবনে বড়ো হতে পারে নাই। আপনারা এমনভাবে গড়ে উঠুন যে আপনারা এমন মা হবেন, এমন বোন হবেন যে আপনাদের আদর, আপনাদের ভালোবাসা, আপনাদের মনের যে সচেতনতা তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ বংশধরকে গড়ে তুলেবেন"

- জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
(ভাষণ, ২৬ মার্চ ১৯৭২)

"তুমি মানুষের জন্য সারা জীবন কাজ করো, কাজেই কী বলতে হবে তুমি জানো। এত কথা, এত পরামর্শ কারও কথা শুনবার তোমার দরকার নেই। এই মানুষগুলির জন্য তোমার মনে যেটা আসবে, সেটা তুমি বলবা।"

- বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব

(বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদানের প্রাক্কালে বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতির পিতাকে যেভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন তা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষায় ।)

'আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হিসেবে নারীর ক্ষমতায়নের জন্য কাজ করে যাচ্ছি। নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্যই সমান সুযোগ নিশ্চিত করা হয়েছে। তাই বাংলাদেশে কোনো লিঙ্গ বৈষম্য নেই'

-মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা; ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

'নারী-পুরুষের সম্মিলনে কেবল পৃথিবীর গুণগত পরিবর্তন আসতে পারে। নারীদের জন্য সমমর্যাদা নিশ্চিত করতে না পারলে সমাজের অগ্রগতি সম্ভব নয়। নারীদের প্রণোদনা দিতে হবে।'

মোঃ তাজুল ইসলাম এমপি
মাননীয় মন্ত্রী
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল
২৪ ফাল্গুন ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
০৮ মার্চ ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

সার্বিক তত্ত্বাবধান
মোঃ কামরুল আহসান
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
ও
সভাপতি, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

সমন্বয়
সালমা শহীদ
প্রকল্প পরিচালক
ও
সদস্য সচিব, এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

প্রকাশনা
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

প্রকাশনা সহায়তা
মিডিয়া ও পাবলিকেশন সেন্টার, এলজিইডি

সূচিপত্র

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ ১২
নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি ১৩
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ১৪
আলোর দিশারী ২০২৪ ১৫

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪: পল্লি উন্নয়ন সেক্টর
মোসাঃ ঋতু আক্তার ১৮
মোছাঃ কুলসুম বেগম ২০
সাজেদা আক্তার ২২
লাকী রানী নাথ ২৪

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪: নগর উন্নয়ন সেক্টর
সাজেদা খাতুন ২৮
রুপা মারমা ৩০

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০২৪: পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টর
মোসাঃ মরিওম বিবি ৩৪
মোছাঃ রুমা আক্তার ৩৬
মোছাঃ মুক্তা আক্তার ৩৮
নাছরিন আক্তার ভাসনা ৪০

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনাসমূহ ৪২
এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন ২০২৩ ৪৪
সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০-২০২৪ ৪৬
যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে ৫০
আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০ থেকে ২০২৪ ৫১

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও প্রতিবছর যথাযোগ্য মর্যাদায় এ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম ২০১০ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপন করছে। এলজিইডির পল্লি, নগর ও পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন বিনিয়োগ প্রকল্পের সহায়তায় যেসব প্রান্তিক নারী স্বাবলম্বী হয়ে উঠেন তাঁদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়। এ আয়োজনের অন্যতম লক্ষ্য আত্মনির্ভরশীল নারীদের কাজের স্বীকৃতি প্রদান এবং পিছিয়ে পড়া নারীদের অগ্রগতির অভিযাত্রায় এগিয়ে আসতে অনুপ্রেরণা দেওয়া। এবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য নির্ধারণ করা হয়েছে-

"নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ
এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ"

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। নারীদের পেছনে রেখে সমতাভিত্তিক ও টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী-পুরুষের সমান অংশগ্রহণই হবে উন্নয়নের মূলভিত্তি। বর্তমান সরকার নারীর ক্ষমতায়নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সরকারের বলিষ্ঠ পদক্ষেপের ফলে দেশে নারী শিক্ষার হার বেড়েছে। নারীদের জন্য সরকারি চাকরির পাশাপাশি বেসরকারি ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তৈরি পোশাক কারখানায় নারীরা অসামান্য ভূমিকা রেখে চলেছেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, প্রশাসন, বিচার বিভাগ ও আইনশৃংখলা রক্ষায় নারীরা দক্ষতার সঙ্গে কাজ করছেন। দেশজুড়ে ব্যাপক নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হয়েছে। নানা উদ্ভাবনী কাজের মধ্য দিয়ে নারীরা স্ব-কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

নারীরা সৃজনশীল। সরকার নারীদের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতায়নের জন্য আইন ও নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করছে। নারীর উন্নয়নে নারী উন্নয়ন নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতা প্রতিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। ভিকটিমদের জন্য আইনী সহায়তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কর্মক্ষেত্রে প্রতিটি অফিসে যৌন হয়রানি প্রতিরোধ সেল গঠন করা হয়েছে।

বর্তমান সরকার নারীবান্ধব সরকার। নারীদের জন্য মর্যাদাপূর্ণ কর্মপরিবেশ তৈরিতে বদ্ধপরিকর। নারীর সমঅধিকার ও সমসুযোগ নিশ্চিত করতে সরকার পর্যাপ্ত বরাদ্দ নিশ্চিত করেছে। সরকারের দৃঢ়, সময়োপযোগী ও জনমুখী সিদ্ধান্তের ফলে নারীর অগ্রগতিতে বাংলাদেশ অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে, যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বলিষ্ট নেতৃত্বে বর্তমান সরকারের উদ্যোগে উন্নয়ন কার্যক্রমের সকল স্তরে শতকরা ত্রিশ ভাগ নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হচ্ছে।

বর্তমান সরকারের উন্নয়ন দর্শন অন্তর্ভুক্তিমূলক। 'উন্নয়নের সুফল থেকে বাদ যাবে না কেউ'– এ দর্শন ধারণ করে উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশ বিনির্মাণে কাজ করছে সরকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বিশ্বাস করেন, টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষ সমতা অপরিহার্য। এ লক্ষ্যে সরকার বহুমুখী কার্যক্রম হাতে নিয়েছে।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৪ এর প্রতিপাদ্য সমতাভিত্তিক উন্নয়নের জন্য একটি যুতসই স্লোগান। সমবেত প্রচেষ্টা ও অংশীদারত্ব ছাড়া টেকসই কোনো উন্নয়ন সম্ভব নয়। পৃথিবী একক কারো নয়। না নারীর, না পুরুষের। আমরা সবাই এ পৃথিবীর গর্বিত বাসিন্দা। সুন্দর ভারসাম্যপূর্ণ দেশ, সমাজ ও পৃথিবী বিনির্মাণে সমতা প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। কেবল পুরুষ নয় যে কোনো সংকটে নারীদের ভূমিকা অত্যন্ত সৃজনশীল ও অতুলনীয়। আমাদের মুক্তিযুদ্ধ তার অন্যতম উদাহরণ। সমতার বিশ্ব গড়তে হলে নারী-পুরুষের সমঅংশীদারত্ব প্রতিষ্ঠা করা জরুরি।

পল্লি ও নগর এলাকার ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে দেশের আর্থসামাজিক সমৃদ্ধিতে কাজ করে এলজিইডি। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নারীদের সম্পৃক্ত করে অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে সংস্থাটি। এই উদ্যোগের ফলে অনেক প্রান্তিক নারী আজ সাবলম্বী হয়েছেন। অনেকেই আবার অন্য নারীদের জন্য আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এলজিইডি উন্নয়ন কাজে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নারী-পুরুষের বৈষম্য কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখছে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও এলজিইডি

১৯৮৪ সালে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল ব্যুরো (এলজিইবি) হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভের পর ১৯৮৫ সালে এলজিইবি গ্রামীণ দুস্থ নারীদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করে। এ উদ্দেশ্যে ফরিদপুরে পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-৪ এর আওতায় গ্রামীণ সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের মাটির কাজে পাইলটভিত্তিতে পুরুষের পাশাপাশি দুস্থ নারীদের সম্পৃক্ত করা হয়। একই সময়ে নগর এলাকায় বস্তি উন্নয়ন প্রকল্প এবং ১৯৯৫ সালে পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজেও নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ১৯৯২ সালে পরিপূর্ণ অধিদপ্তর হিসেবে রূপান্তরের পর এলজিইডি নারীর ক্ষমতায়নে বিভিন্ন কাজে নারীর সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি করে।

বিগত প্রায় চার দশকে নারী উন্নয়নে গৃহীত এলজিইডির কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত দুস্থ ও অসহায় নারীদের স্বাবলম্বী হওয়ার ক্ষেত্রে শক্ত ভিত রচনা করেছে। নির্মাণশ্রমিক হিসেবে নারীর অংশগ্রহণ চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দলের (এলসিএস) সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্তি নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখছে, গ্রামীণ হাট-বাজার ব্যবস্থাপনা কমিটি, পৌরসভার নগর সমন্বয় কমিটি (টিএলসিসি), ওয়ার্ড কমিটি এবং পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-তে নারীর পূর্ণ ও কার্যকর অংশগ্রহণ নারীর নেতৃত্ব বিকাশে অবদান রাখছে। নারীকেন্দ্রিক সংগঠন পরিচালনা, গ্রামীণ হাটবাজারে নারীদের জন্য দোকান বরাদ্দ ইত্যাদি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণে সহায়ক পরিবেশ তৈরি করেছে।

শ্রমিক হিসেবে প্রাপ্ত মজুরি, এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজের লভ্যাংশ থেকে পাওয়া অর্থ এবং বিভিন্ন আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ নারীদের আত্মকর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রম, যেমন- গবাদিপশু ও হাঁস-মুরগি পালন, শাকসবজি চাষ, দর্জির কাজ ইত্যাদি পরিচালনা করতে সহায়তা করেছে। ফলে তারা দারিদ্র্যের দুষ্টচক্র থেকে বেরিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনেকে উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আর্থিক সক্ষমতা বৃদ্ধি পাওয়ায় অনেকে জমি কিনেছেন, বাড়িঘর বানিয়েছেন। অসহায় ও দুস্থ নারীদের সম্পদে মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নিশ্চিত হয়েছে সুপেয় খাবার পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুৎ ও বিনোদন সুবিধা। নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির সমন্বিত উদ্যোগ তাদের আত্মনির্ভরশীল করতে বিশেষ ভূমিকা রাখছে।

দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে নারীদের উদ্যোক্তা হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করছে এলজিইডি। একই সঙ্গে পুঁজি সরবরাহের মাধ্যমে নারীদের নতুন নতুন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের পরিক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। সঞ্চয়, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, উদ্যোক্তা সৃষ্টি ইত্যাদি কার্যক্রম নারীর আর্থসামাজিক উন্নয়নে এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। কর্মক্ষেত্রে নারীদের জন্য সহায়ক কাজের পরিবেশ সৃষ্টিতেও এলজিইডির রয়েছে বিশেষ উদ্যোগ। নারীশ্রমিকেরা সুরক্ষা উপকরণ ব্যবহার করে কাজ করছেন। বিশ্রামের জন্য লেবার সেডের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, সঙ্গে রয়েছে বিশুদ্ধ খাবার পানি ও টয়লেট সুবিধা।

এলজিইডির জীবনমান উন্নয়নভিত্তিক প্রশিক্ষণ নারীদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনায় দক্ষ করেছে। একই সঙ্গে নেতৃত্ব প্রদানের গুণাবলি বিকশিত করেছে। অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের ফলে আজ অনেক প্রান্তিক নারী স্থানীয় জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। সামাজিক ও সরকারি বিভিন্ন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করে দেশ গঠনে অবদান রাখছেন। সুবিধাবঞ্চিত নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগও সৃষ্টি করছেন অনেক নারী।

নারী-পুরুষের সমঅধিকার ও সমসুযোগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৪১ সালের মধ্যে স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে এলজিইডি দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। সূচনালগ্ন থেকে এলজিইডির উন্নয়ন কাজে নারীর অন্তর্ভুক্তি ও ক্ষমতায়নের বিষয়টিকে বিশেষভাবে অগ্রাধিকার দিচ্ছে। প্রতিষ্ঠার পর থেকে তৎকালীন এলজিইবি ৭০-এর দশকের উইমেন ইন ডেভেলপমেন্ট (ডব্লিউআইডি-ইউড) ধারণার আলোকে গ্রামীণ দুস্থ নারীদের উন্নয়নমূলক কাজে সম্পৃক্ত করে। সেসময় উইড-এর অন্তর্গত নারী উন্নয়ন বিষয় ছিল মূলত উন্নয়নে নারীদের সম্পৃক্ত করে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করা। পরবর্তীতে ৯০-এর দশকে যখন জেন্ডার ধারণার (জেন্ডার এ ডেভেলপমেন্ট-গ্যাড) উদ্ভব হয় তখন আর্থিক ক্ষমতায়নের পাশাপাশি নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান বৈষম্য কমিয়ে এনে সমতা, মর্যাদাভিত্তিক এবং অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টি অগ্রগণ্য হিসেবে বিবেচিত হয়।

এ লক্ষ্যে ১৯৯৫ সালে এলজিইডি মহিলা প্রকৌশলী ফোরাম প্রতিষ্ঠা করে, যা ১৯৯৬ সালে মহিলা ফোরাম হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৭ সালে নারী উন্নয়নে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা এবং তার ভিত্তিতে ১৯৯৮ সালে প্রণীত খসড়া জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালার আলোকে এলজিইডির সকল কার্যক্রমে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়টিকে গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করার লক্ষ্যে ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এই ফোরামের মূল উদ্দেশ্য ছিল জেন্ডার সংক্রান্ত বিষয়ে এলজিইডি এবং এর প্রকল্পগুলোর মধ্যে সমন্বয় সাধন, সচেতনতা বৃদ্ধি, নতুন নতুন উদ্ভাবন ও শুদ্ধচর্চা অনুশীলন।

ফোরামের তত্ত্বাবধানে ২০০২ সালে প্রথমবারের মতো এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এক্ষেত্রে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সহায়তায় পল্লী উন্নয়ন প্রকল্প-২১ এর আওতায় প্রণীত জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান-এর অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো হয়। পরবর্তীতে ২০১১ সালে জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা অনুমোদিত হলে তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করে এলজিইডির জেন্ডার সমতা কৌশল সংশোধন ও কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়।

জেন্ডার উন্নয়ন ফোরামের তত্ত্বাবধানে এলজিইডির জেন্ডার সমতা বিষয়ক কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও এর ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতি পাঁচবছর পরপর কর্মপরিকল্পনা হালনাগাদ করা হয়। প্রতিবছর আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন, এলজিইডির বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করে আত্মনির্ভরশীল হওয়া নারীদের মধ্য থেকে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচন ও আন্তর্জাতিক নারী দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে তাঁদের সম্মাননা দিয়ে থাকে এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম। এলজিইডির জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রেখে চলেছে।

আলোর দিশারী ২০২৪

বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি নারী। ১৯৭১ সালে এক রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত স্বাধীনতার পর বিগত ৫২ বছরে বাংলাদেশের জন্যসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৭ কোটি। বিপুল জনসংখ্যার একটি দেশে নারী পুরুষ উভয় মিলে কাজ না করলে দেশের সমৃদ্ধি অর্জন সম্ভব নয়। বিগত অর্ধশতাব্দি ধরে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে বহুমুখী উদ্যোগের ফলে নারী-পুরুষ বৈষম্য কমে এসেছে। নারী-পুরুষের যৌথপ্রয়াসে দেশ আজ সমৃদ্ধির পথে হাঁটছে। নারীর ক্ষমতায়নে এলজিইডির রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। টেকসই উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষের সমতা অপরিহার্য।

এলজিইডির পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যক্রমে অংশ নিয়ে অনেক প্রান্তিক নারী স্বাবলম্বী হয়েছেন। প্রকল্প থেকে পাওয়া প্রশিক্ষণ, শ্রমিক মজুরির সঞ্চয়কৃত অর্থ এবং এলসিএস সদস্য হিসেবে প্রাপ্ত লভ্যাংশ দিয়ে অনেকে আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করেছেন। এঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের ২০১০ সাল থেকে সম্মাননা দিয়ে আসছে এলজিইডি। এলজিইডির জেন্ডার উন্নয়ন ও ফোরাম এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখছে।

এই প্রয়াসে অন্যতম উদ্দেশ্য পিছিয়ে পড়া, প্রান্তিক নারীদের উৎসাহিত করা, যাতে তারাও স্বাবলম্বী হওয়ার অনুপ্রেরণা পান এবং দেশ থেকে দারিদ্র্য হ্রাস সহজতর হয়। ২০১০ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত মোট ১৩৭ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারীদের সম্মাননা প্রদান করা হয়েছে। সম্মাননা হিসেবে দেওয়া হয় নগদ অর্থ, ক্রেস্ট ও সম্মাননাপত্র। প্রতি বছরের মতো এ বছরও পল্লি, নগর ও ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরের ১০ জন শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী এ সম্মাননা পাচ্ছেন।

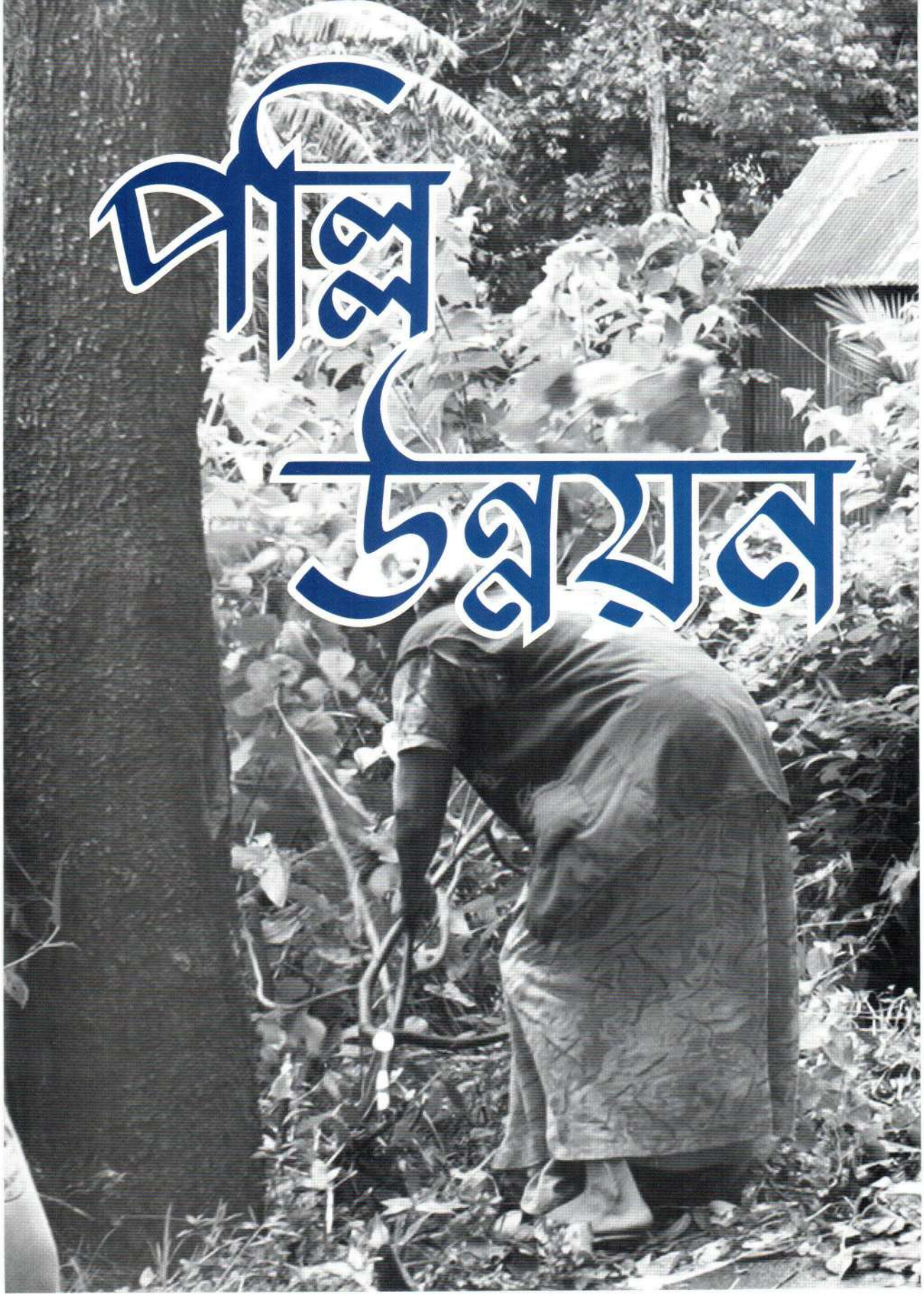

পল্লী উন্নয়ন

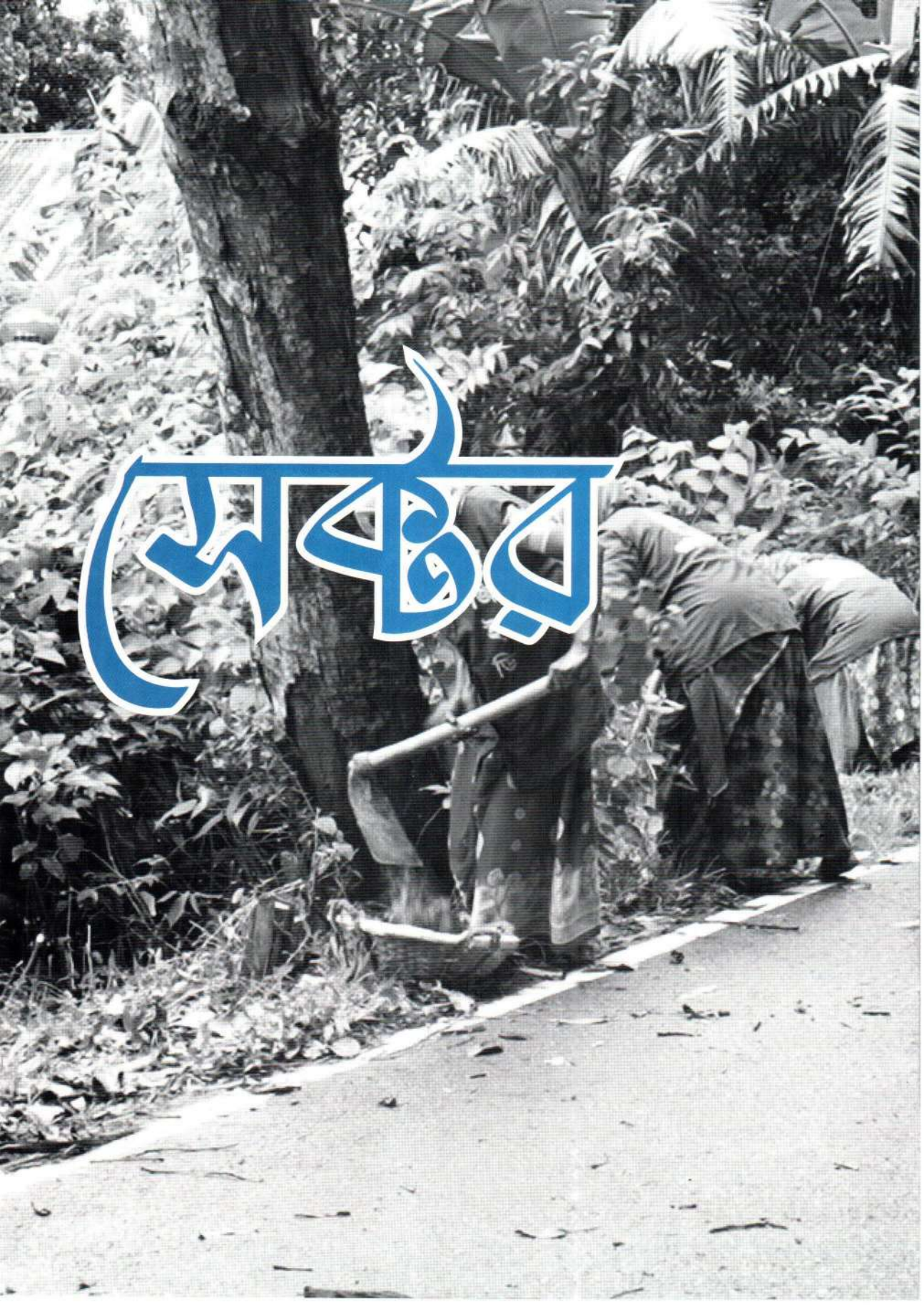
সকাল

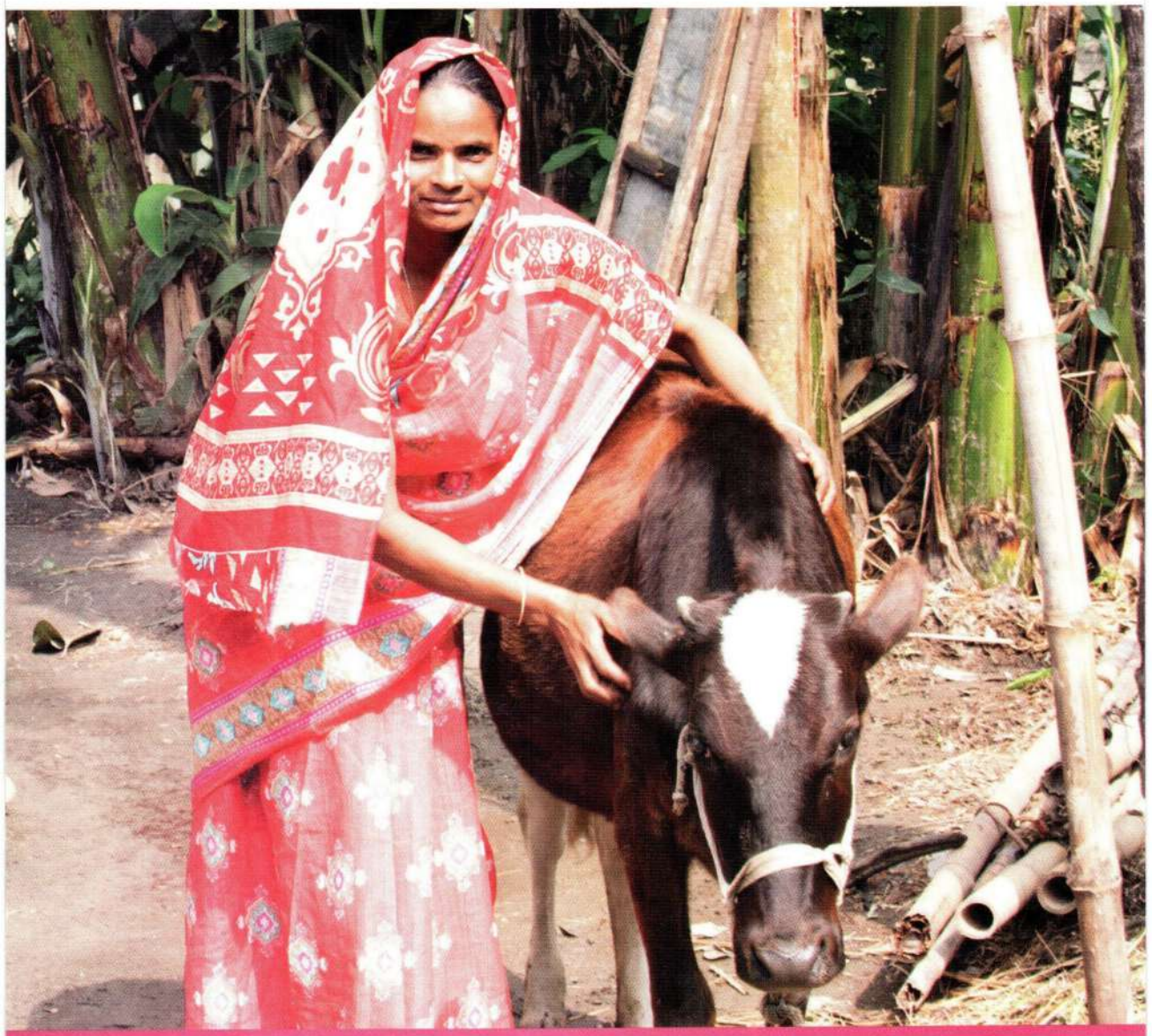

মোসাঃ ঋতু আক্তার : এক আলোর দিশারী

প্রথম

মোসাঃ ঋতু আক্তার পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য এক আলোর দিশারী। ঋতু আক্তারের বাড়ি নেত্রকোণার সদর উপজেলার সিংহের বাংলা গ্রামে। তার জীবন সহজ ছিল না। বিয়ের পর স্বামী অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন। সংসারে নেমে আসে কালো মেঘ। ঋতু আক্তার অদম্য-সাহসিকতায় সামনের দিকে এগিয়ে যান। নিজ পায়ে দাঁড়িয়ে পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন আলোর দিশারী। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪ সালে এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে মোসাঃ ঋতু আক্তার প্রথম স্থান অধিকার করেন।

ঋতু আক্তারের বাড়ি নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার সিংহের বাংলা ইউনিয়নের সিংহের বাংলা গ্রামে। সহজ ছিল না ঋতু আক্তারের জীবন। বিয়ের পর স্বামী অসুস্থ হয়ে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেললে সংসারে নেমে আসে কালো মেঘ। সংসার চালানোর ভার পড়ে ঋতু আক্তারের ওপর। দু'সন্তান নিয়ে তিনি অথৈ সাগরে পড়েন। পরিবারের সদস্যদের সামনে তৈরি হয় দু'মুটো ভাতের অনিশ্চিয়তা। কিন্তু তিনি দারিদ্র্যকে পরাজিত করতে পিছপা হননি।

ঋতু আক্তারের দুর্দিনে স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ (আরইআরএমপি-৩) এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এ সুযোগ তাকে নতুন পথের সন্ধান দেয়।

ঋতু আক্তার আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় কাজ শুরু করার পর প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধকমূলক বিষয়ে প্রশিক্ষণ পান। তিনি আয়-রোজগারের নতুন ক্ষেত্র অনুসন্ধান করতে থাকেন।

তিনি উপজেলা প্রকৌশলীর মাধ্যমে উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিসে যোগাযোগ করেন। সঞ্চিত অর্থে ১০০টি মুরগি দিয়ে স্বল্পপরিসরে খামার শুরু করেন। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত প্রকল্পে কাজ করে বাকি সময় মুরগির খামারে ব্যয় করতে থাকেন।

বর্তমানে তার খামারে সাতশতাধিক ব্রয়লার মুগরি রয়েছে। গড়ে প্রতি তিনমাস পরপর সাতশ থেকে আটশ মুরগি বিক্রি করেন। অর্জিত আয় দিয়ে তিনি গাভী ও ছাগল পালন এবং মাছ চাষ শুরু করেন। গবাদি পশু, উৎপাদিত মাছ, দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি ও ডিম বিক্রি করে সংসার সচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন। স্বামীর চিকিৎসা করে সুস্থ করে তুলেছেন। সন্তানদের কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলেছেন। কিনেছেন বসতভিটা ও চাষের জমি ।

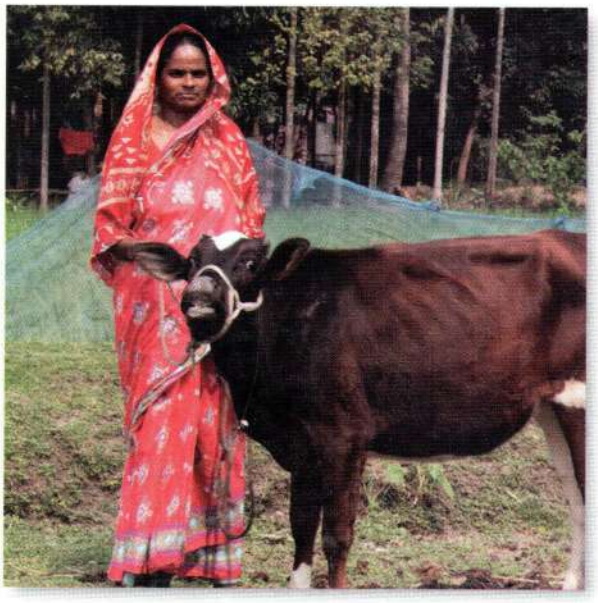

ঋতু আক্তার আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে উঠান বৈঠকে নারী অধিকার, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব, পরিবেশ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেনতা অর্জন করেন। বাড়ি-ঘর নির্মাণ, আসবাবপত্র, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে। ঋতু আক্তারের নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হওয়ায় তিনি স্থানীয় পর্যায়ে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

আগামীদিনে তিনি মুরগির খামারের ব্যবসাটি আরও প্রসারিত করতে চান। পাশাপাশি সিংহ বাংলা ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করতে চান। মোসাঃ ঋতু আক্তার এখন পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য এক আলোর দিশারী।

মোছাঃ কুলসুম বেগম : এক সফল নারীর স্মারক

দ্বিতীয়

মোছাঃ কুলসুম বেগম এক সফল নারীর স্মারক। কুলসুম বেগমের বাড়ি গাইবান্ধার ফুলপুর উপজেলার চর অধ্যুষিত ফুলছড়ি গ্রামে। নদী ভাঙন ও প্রতিবছর বন্যার আঘাতে কুলসুমের পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কুলসুমের কর্মতৎপরতা ও উদ্দোমী মনোভাব তাকে সামেন এগিয়ে যেতে ব্যাপকভাবে সহায়তা করেছে। তিনি নিজে আত্মনির্ভরশীল হয়ে উঠছেন, হয়েছেন পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য অনুকরণীয় আদর্শ। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে সফল হওয়ায় ২০২৪ এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে মোছাঃ কুলসুম বেগম দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন।

মোছাঃ কুলসুম বেগম এক সফল নারীর স্মারক। তার বাড়ি গাইবান্ধা জেলার ফুলপুর উপজেলার ফুলছড়ি ইউনিয়নের ফুলছড়ি গ্রামে। কুলসুমের পরিবারের বসবাস চর অধ্যুষিত এলাকায়। নদী ভাঙন ও প্রতিবছর বন্যার আঘাতে কুলসুমের পরিবার নিঃস্ব হয়ে পড়ে। জীবনে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। কিন্তু কুলসুম বেগম হারার মানুষ নন। এ বিপর্যয়ে তিনি হতাশ হননি, হাল ছেড়ে দেননি। বেঁচে থাকার অদম্য জীবনী শক্তি তার সামনের চলার পথ সহজ করেছে। কুলসুম বেগমের বেঁচে থাকার অবলম্বন ছিল অন্যের বাসাবাড়িতে কাজ এবং সামান্য কৃষিজমিতে চাষাবাদ, স্বামী-সন্তান নিয়ে কেটে যাচ্ছিল কুলসুমের মলিন দিন। তিনি কঠোর পরিশ্রম করে নিজেই ভাগ্য নির্মাণ করেছেন। আঁধার তাড়িয়ে আলো এনেছেন সংসারে।

এ কঠিন সময়ে তার পাশে দাঁড়ায় এলজিইডির অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) প্রকল্প। প্রভাতী প্রকল্পের আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে অংশগ্রহণ তার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। তিনি হতাশার জাল ছিন্ন করে অদম্য সাহসে বেরিয়ে আসেন। দারিদ্র্যের কাষাঘাত থেকে পরিবারকে মুক্তি দিতে কুলসুম হয়ে ওঠেন প্রধান অবলম্বন। কেবল এলসিএস সদস্য হিসেবে সড়ক রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নয়, পাশাপাশি তিনি নেতৃত্ব উন্নয়ন, দল ব্যবস্থাপনা বিষয়ে সফলতার সঙ্গে সম্পন্ন করেন। প্রশিক্ষণ তার মনোবল বাড়িয়ে দেয় বহুগুণ। নেতৃত্ব বিকাশের পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিকতায় তিনি এলসিএস দলের সচিব নির্বাচিত হন।

এলসিএস কর্মী হিসেবে কুলসুমের প্রতিদিন মজুরি ছিল ২৫০ টাকা; যেখান থেকে ১৭০ টাকা মজুরি হিসেবে নিতে পারতেন এবং ৮০ টাকা সঞ্চয় হিসেবে জনতা ব্যাংকে জমা রাখতেন। এর মধ্যে দিয়ে তার আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংকিং সুবিধা পাওয়ার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়। সরকার থেকে গুচ্ছগ্রামে ৬ শতাংশ জায়গার ওপর পাওয়া বাড়ি তার চলার পথ আরও সহজ করে দেয়।

কুলসুমের পরিবারে অর্থনৈতিক ভিত্তি নির্মিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রয়াসে। কুলসুমের স্বামী কৃষিশ্রমিক হিসেবে অন্যের জমিতে কাজ করে আয়-রোজগার করেন। কুলসুমের মজুরির সঞ্চিত পাঁচ হাজার দুইশত টাকা আর স্বামীর সঞ্চিত চার হাজার টাকা দিয়ে হাঁস-মুরগি, গবাদি পশু কিনে পালন শুরু করেন। সরকারি বিভিন্ন দপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ নেন। শাকসবজি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালনের ফলে সংসারের পুষ্টি এবং বাড়তি আয়ের সুযোগ তৈরি হয়।

কুলসুমের সম্পদে মালিকানা বেড়েছে। তিনি দু'ফসলি ৫২ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে ভুট্টা চাষ করে প্রথম ধাপে ত্রিশ হাজার টাকা লাভ করেন। কুলসুমের কর্মতৎপরতা ও উদ্যোমী মনোভাব তাকে সামনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে। তিনি আত্মনির্ভরশীল নারী হয়েছেন, সাথে সাথে পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য হয়ে উঠেছেন অনুকরণীয় আদর্শ।

সাজেদা আক্তার : এক আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক

তৃতীয়

সাজেদা আক্তার এক আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক। তার বাড়ি নেত্রকোণার সদর উপজেলার কান্দি গ্রামে। তার পারিবারিক জীবনের শুরুসহজ ছিল না। পারিবারিক নির্যাতন ছিল নিত্যদিনের সঙ্গী। ফলে স্বামীর সংসার ছেড়ে বাবার সংসারে আসতে বাধ্য হন। এ সময় আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় পাওয়া সহযোগিতা ও তার কর্মোদ্যোগ জীবনবঞ্চনা বদলে দেয়। আগামীদিনে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। পাশাপাশি সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করতে চান। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪-এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে সাজেদা আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

সাজেদা আক্তার এক আত্মনির্ভরশীল নারীর প্রতীক। তার বাড়ি নেত্রকোণা জেলার সদর উপজেলার কাইলাটি ইউনিয়নের কান্দি গ্রামে। তার পারিবারিক জীবনের শুরু সহজ ছিল না। নির্যাতন ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। এ নির্যাতন সইতে না পেরে একপর্যায়ে তিনি স্বামীর বাড়ি ছেড়ে বাবার বাড়ি চলে যেতে বাধ্য হন। বাবার পরিবারেও ছিল অভাব অনটন। সেই অভাবের পরিবার চালানোর দায়ভার পড়ে সাজেদা আক্তারের ওপর। অভাব অনটন আর দারিদ্র্যের কষাঘাত জীবন বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। দু'মুটো ভাতের অনিশ্চিয়তায় জীবন হয়ে পড়েছিল স্বপ্নহীন। কিন্তু সাজেদা আক্তার দমে যাননি, আশাহত হয়েও হাল ছেড়ে দেননি। জীবনের এ ঘন অনামিশার সময় তিনি স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের-পল্লী কর্মসংস্থান ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি-৩ (আরইআরএমপি-৩)-এর আওতায় চুক্তিভিত্তিক শ্রমিক দল (এলসিএস)-এর সদস্য হিসেবে কাজ করার সুযোগ পান। এ সুযোগ তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। তিনি নতুনভাবে বাঁচার আশা খুঁজে পান।

কাজের পাশাপাশি সাজেদা আক্তার আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক বিষয়ের ওপর প্রশিক্ষণ পান। প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান ও অর্থ বিনিয়োগ করে আয় বাড়াতে শুরু করেন। দুধ, দেশীয় জাতের হাঁস-মুরগি ও ডিম বিক্রি করে তিনি সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে আনেন। সাজেদা আক্তার আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের আওতায় প্রতিমাসে উঠান বৈঠকে নারী অধিকার, জেন্ডার, নারীর ক্ষমতায়ন ও নারী নেতৃত্ব, পরিবেশ, খাদ্য ও পুষ্টি বিষয়ে সচেনতা অর্জন করেন।

সাজেদা আক্তারের সচ্ছলতা দেখে স্বামী ফিরে আসে। এ সচ্ছলতা ভেঙে যাওয়া সংসারকে আবার পুনর্গঠিত করে। সাজেদা আক্তার তার আয় থেকে স্বামীকে একটি অটোরিকশা কিনে দেন, যা থেকে মাসে পনের হাজার টাকা আয় হচ্ছে। তিনি বাড়ি-ঘর নির্মাণ করেছেন, আসবাবপত্র ক্রয় করেছেন, বিশুদ্ধ পানি, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিদ্যুৎ সুবিধা পেয়েছে। তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকশিত হওয়ায় তিনি স্থানীয় পর্যায়ে নানা সামাজিক কর্মকাণ্ডের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

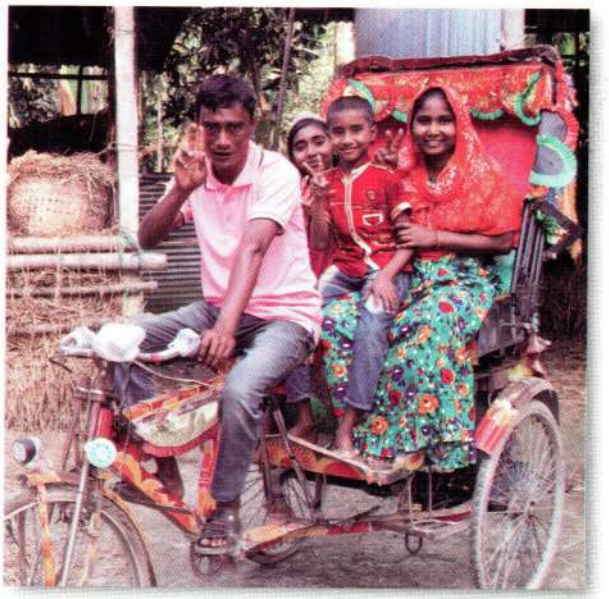

সংসারে আয় বৃদ্ধির ফলে সাজেদা আক্তার সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারছেন। বসতভিটার জন্য কিছু জায়গা কিনেছেন। একসময় তার পরিবারের মাসিক আয় ছিল পনের শত টাকা, আজ তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ত্রিশ হাজার টাকায়। তিনি সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

আগামীদিনে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চান তিনি। পাশাপাশি সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত করতে চান। পিছিয়ে পড়া নারীদের এগিয়ে নিতে অনুঘটক হিসেবে কাজ করার স্বপ্ন দেখেন সাজেদা আক্তার।

লাকী রানী নাথ : এক স্বাবলম্বী নারী

তৃতীয়

লাকী রানী নাথ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় উত্তর পাইন্দং গ্রামের বাসিন্দা। ৫ ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় তার বাবা মারা যান। অর্থের অভাবে তার পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ে হয় নিজ গ্রামেই এক দরিদ্র পরিবারে। সংসারে আসে তিন সন্তান। কিন্তু দারিদ্র্য পেয়ে বসে চরমভাবে। দু"মুঠো ভাতের জন্য চলে নিত্য লড়াই। এলজিইডির আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের এলসিএস কর্মী হিসেবে কাজের সুযোগ তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়। এলজিইডির সহযোগিতা এবং নিজের আস্থায় হয়ে ওঠেন আত্মনির্ভরশীল নারী। ২০২৪ এ এলজিইডির পল্লি উন্নয়ন সেক্টরে লাকী রানী নাথ যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

লাকী রানী নাথ চট্টগ্রাম জেলার ফটিকছড়ি উপজেলায় পাইন্দং ইউনিয়নের উত্তর পাইন্দং গ্রামের বাসিন্দা। ৫ম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় বাবার মৃত্যু হলে অর্থাভাবে লাকী রানীর পড়াশোনা বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ে হয় একই গ্রামেই এক দরিদ্র পরিবারে। অভাব হয়ে ওঠে নিত্যসঙ্গী। এর ভেতর সংসারে আসে তিন সন্তান। ৫ জনের অভাবের সংসার চালানো স্বামীর পক্ষে সম্ভব হচ্ছিল না। লাকী রানীর ওপর শুরু হয় পারিবারিক নির্যাতন। এক পর্যায়ে স্বামী সংসার ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। সংসার চালানোর ভার পড়ে লাকী রানীর কাঁধে। তিন সন্তান নিয়ে মহাসংকটে পড়েন। দু'মুঠো ভাতের জন্য নিত্য লড়াই করে যাচ্ছিলেন। অবুঝ তিন সন্তান নিয়ে কী করবেন তা বুঝে উঠতে পারছিলেন না। শুরু করেন অন্যের বাড়ি ও জমিতে দিনমজুরের কাজ।

দারিদ্র্য জয় করা যে সহজ নয় তা তিনি প্রতিমুহূর্তে অনুধাবন করতে পারছিলেন। এমন দিশেহারা অবস্থায় এলজিইডির আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের এলসিএস কর্মী হিসেবে নির্বাচিত হয়ে আশার আলো দেখতে পান। এ প্রকল্পে কাজ করে তিনি দৈনিক দু'শত পঞ্চাশ টাকা মজুরি পান, যার মধ্য হতে একশ সত্তর টাকা হারে মাস শেষে পাঁচ হাজার একশ টাকা তুলতেন এবং অবশিষ্ট দৈনিক আশি টাকা হারে প্রতি মাসে ২,৪০০ টাকা ব্যাংকে জমা হতো।

প্রকল্পের কাজের পাশাপশি তিনি হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন, বসত ভিটায় শাক সবজি আবাদ, পুকুর বা ডোবায় মাছ চাষ, পিঠা তৈরি, মোমবাতি তৈরিসহ বিভিন্ন ধরণের আয়বর্ধকমূলক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। উপজেলা প্রাণিসম্পদ কার্যালয় থেকে ব্রয়লার মুরগি পালন, গবাদী পশু পালনের ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে একটি খামার গড়ে তোলেন। প্রকল্পের কাজের দায়িত্ব পালন শেষে বিকালে তিনি খামার পরিচর্যায় সময় ব্যয় করেন। ধীরে ধীরে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরতে থাকে। প্রথমে একশটি বয়লার মুরগি নিয়ে শুরু করলেও এখন তার খামারে সাত-আটশ ব্রয়লার মুরগি আছে। গড়ে প্রতি তিন মাস অন্তর মুরগি বিক্রি করে লাভের অর্থে গাভী ও ছাগল পালন শুরু করেন।

এছাড়াও তিনি তার পুকুরে মাছ চাষ করেন। এমনিভাবে আয়ের উৎসের পরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। গবাদি পশু, উৎপাদিত মাছ এবং দেশীয় জাতির হাঁস-মুরগি ও ডিম বিক্রি করে তিনি সংসারে স্বচ্ছলতা ফিরিয়ে এনেছেন। এ অবস্থায় তিনি খবর পান তার স্বামী খুব অসুস্থ। তাকে ফিরিয়ে এনে চিকিৎসা করে সুস্থ্য, করে তুলেছেন। বর্তমানে তার স্বামী সার্বক্ষণিক ব্রয়লার মুরগির খামারের পরিচর্যায় সময় দেন। ছেলেকে কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছেন। লাকী রানী নাথ এলজিইডির আরইআরএমপি-৩ প্রকল্পের মাধ্যমে আত্মনির্ভরশীল হয়ে ওঠেন। সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

লাকী রানী নাথ কসমেটিকস ব্যবসাসহ বড়ো আকারের হাঁস-মুরগি ও গবাদি পশু পালন করতে চান যাতে গ্রামের অসহায়, বিধবা, স্বামী পরিত্যাক্তা দরিদ্র নারীদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাশাপাশি নিজ এলাকার সমাজসেবা ও উন্নয়নমূলক কাজ করতে পাইন্দং ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধি হিসেবে নির্বাচিত হতে আগ্রহী।

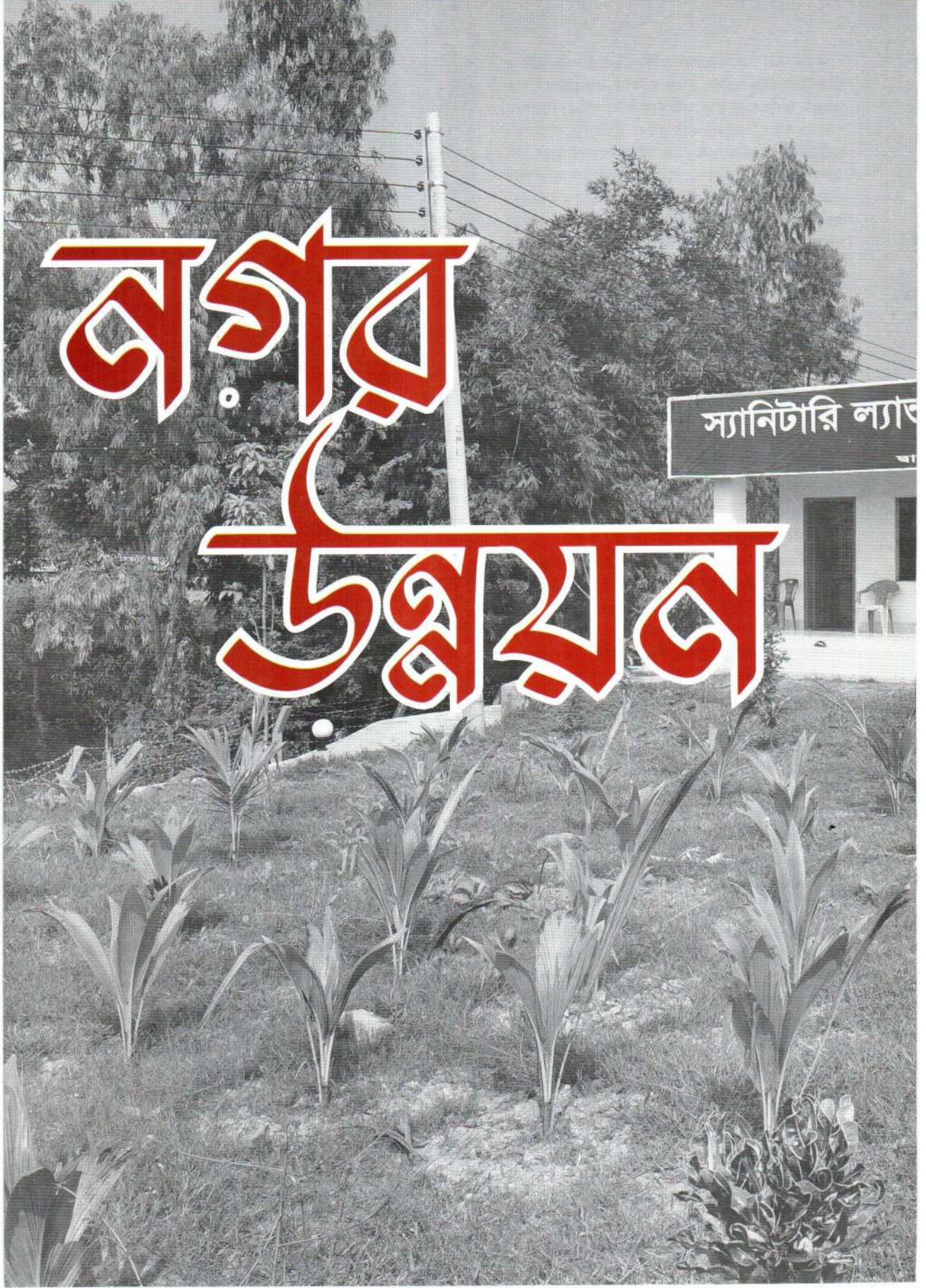
নগর
উন্নয়ন
স্যানিটারি ল্যা

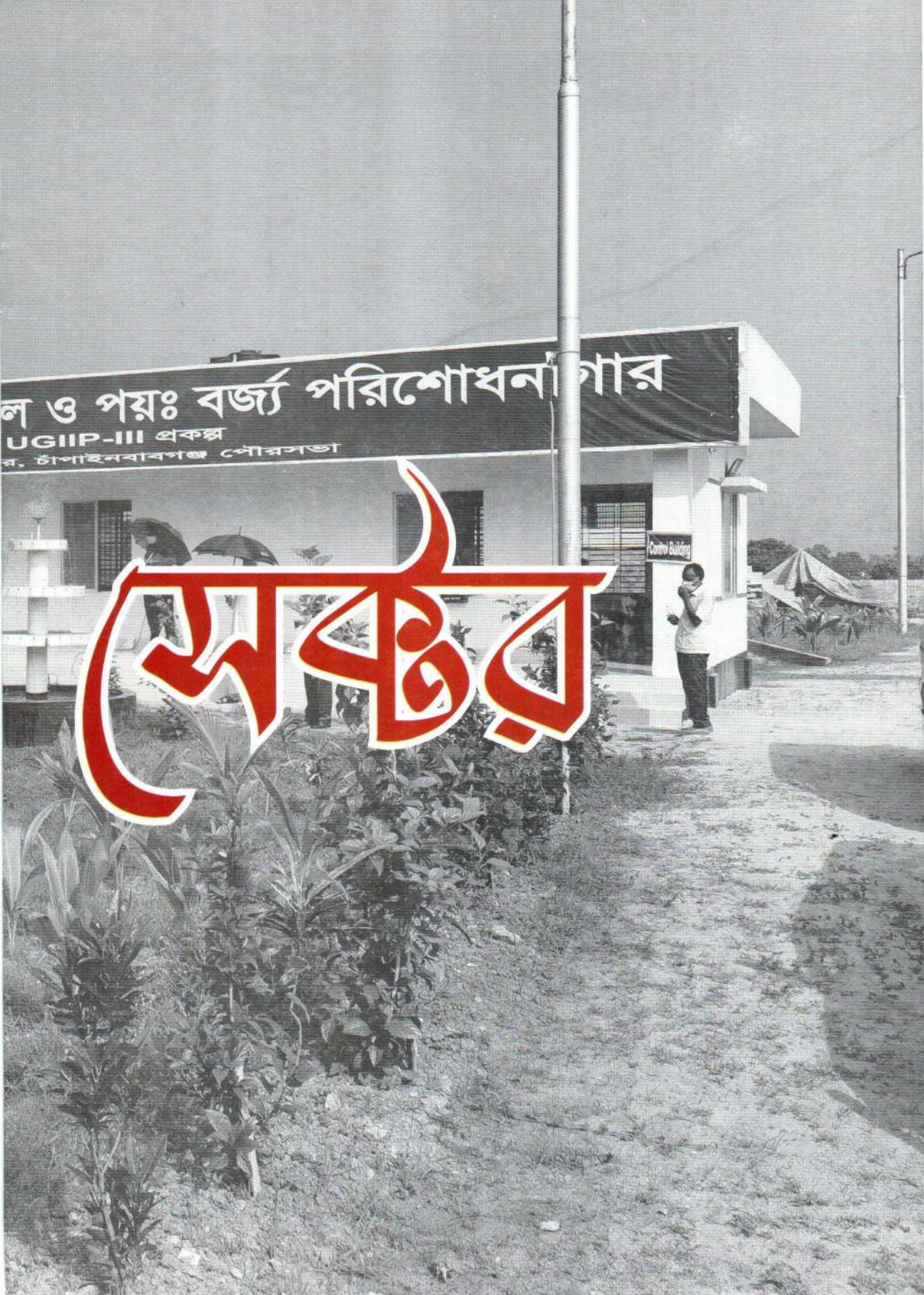
ল ও পয়ঃ বর্জ্য পরিশোধনাগার
UGIIP-III প্রকল্প
র, চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা
Control Building

সেক্টর

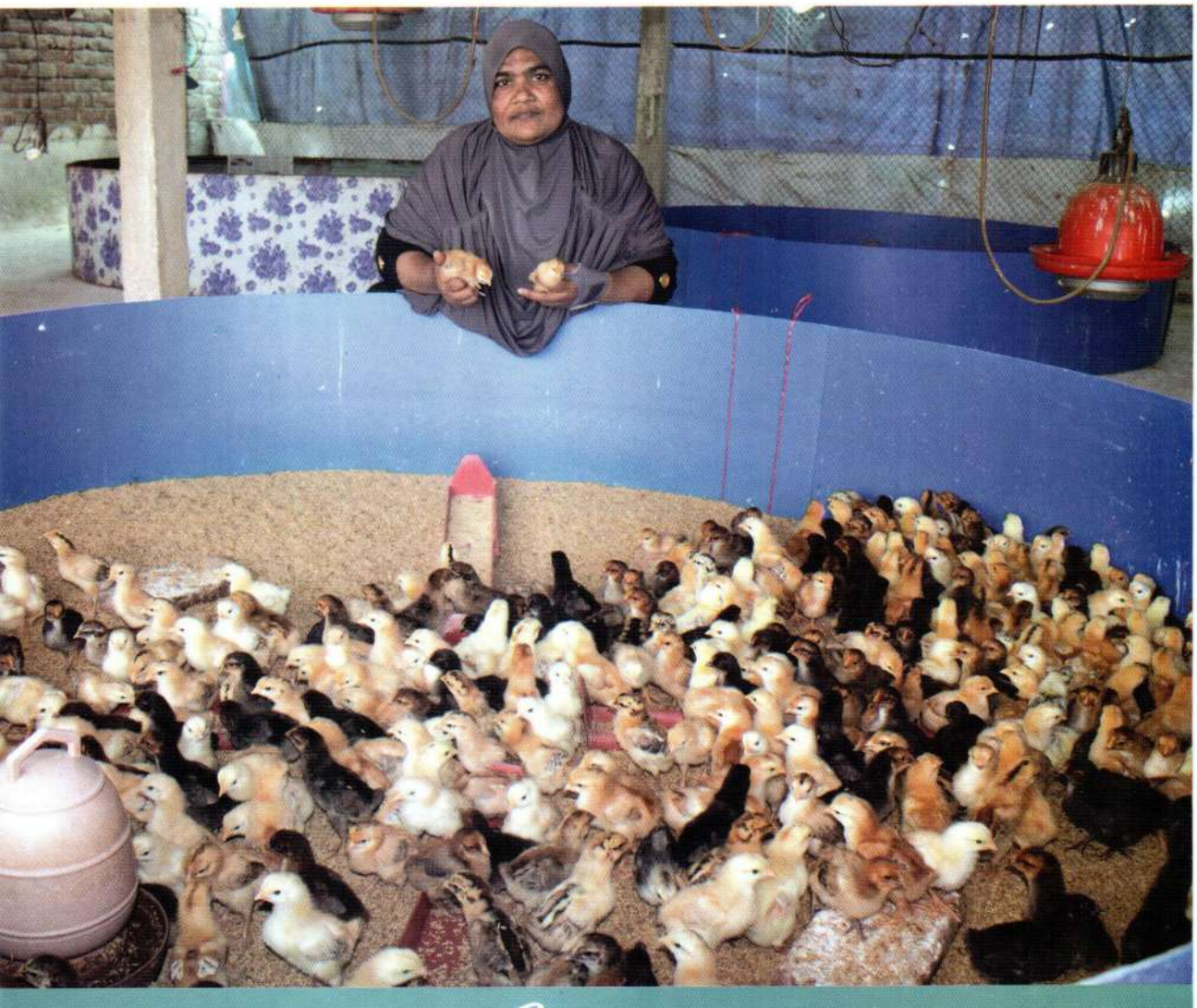

সাজেদা খাতুন : অসহায় নারীদের অনুপ্রেরণা

প্রথম

সাজেদা খাতুন এক সফল নারী। তার এ সফলতা সহজে আসেনি। সাফল্যের পেছনে সহায়ক ভূমিকা রেখেছে এলজিইডির ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় জয়পুরহাট পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরুকরেন। প্রকল্পের শর্তানুযায়ী জেন্ডার এ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ) বাস্তবায়নের আওতায় পৌরসভা থেকে নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন নগদ অর্থ সহায়তা ও প্রশিক্ষণ পান। শুরু করেন মুরগির খামারের ব্যবসা। খামারের অভিজ্ঞতা ও কর্মস্পৃহা তার সাফল্যের পথ নির্মাণ করে। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হন। এ সাফল্যের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২৪-এ এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে সাজেদা খাতুন প্রথম স্থান অধিকার করেন।

সাজেদা খাতুন জীবনযুদ্ধে অবশেষে সফল হয়েছেন। এ সাফল্যের পেছনে রয়েছে দৃঢ়প্রত্যয় ও পরিশ্রম। বাবা-মার পরিবারে সুখ স্বচ্ছন্দে বড়ো হলেও বিবাহিত জীবনে নানান ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত হন। কিন্তু প্রতিটি আঘাতকে শিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছেন। সংসার টিকিয়ে রাখতে ও সন্তানদের জীবনমান উন্নত করতে পরিশ্রম করে গেছেন। অবশেষে তিনি স্বাবলম্বী হয়ে সমাজে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। সাজেদা খাতুন এখন অসহায় নারীদের অনুপ্রেরণা।

সতের বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। স্বামী বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডে চাকরি করতেন। স্বামীর বদলি সূত্রে ঘোড়াশাল, সৈয়দপুরসহ বিভিন্ন স্থানে বসবাস করতেন। সৈয়দপুরে থাকাকালীন টেলিভিশনের অনুষ্ঠান দেখে খামার করার আগ্রহ হয়। অল্প কিছু মুরগি নিয়ে শুরুও করেন। এরপর বদলি হয়ে জয়পুরহাটে এসে স্থানীয় প্রাণিসম্পদ অধিদপ্তর থেকে মুরগির খামার বিষয়ক প্রশিক্ষণ নিয়ে মুরগির খামার শুরু করেন।

স্বামীর বেতনের সঙ্গে সাজেদা খাতুনের মুরগির খামার থেকে আয় যোগ হওয়ায় পরিবারে আর্থিক অবস্থা সুদৃঢ় হয়। ঠিক সেই সময় সুখের উল্টো পিঠে দেখা দেয় বেদনার দীর্ঘ রজনী। সাজেদা খাতুনের জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যন্ত্রণা। হঠাৎ প্রকাশ্যে আসে স্বামীর অন্যত্র বিয়ের খবর। এ অবস্থায় তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন। মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হওয়ায় শরীরের বামপাশ পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়। চলাচল ও কথা বলা বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে সাজেদার কঠোর শ্রমে গড়ে ওঠা ব্যবসা ধ্বংস হয়ে যায়। সংসারে দেখা দেয় অভাব। চিকিৎসার খরচ চালাতে হিমশিম খান। ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে আবার মুরগির খামার শুরু করেন। এরই মধ্যে স্বামী অসুস্থ হলে চিকিৎসা বাবদ প্রচুর টাকা ব্যয় হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় স্বামী মারা যায়। নেমে আসে আরো দুর্ভোগ। ছেলে মেয়ে নিয়ে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পড়েন তিনি।

দুর্দিনে সাজেদা খাতুন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে পাশে পান এলজিইডিকে। তিনি পৌরসভার স্থানীয় ওয়ার্ড কমিটির সদস্য ও স্বেচ্ছাসেবী হিসেবে কাজ শুরু করেন। পৌরসভার ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় পৌরসভা থেকে নারীদের কর্মসংস্থানের জন্য এককালীন নগদ অর্থ সহায়তার সম্পর্কে জানতে পারেন। পূর্বের প্রশিক্ষণ, মুরগির খামারের অভিজ্ঞতা ও কর্মস্পৃহা বিবেচনায় তাকে ত্রিশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়। এবার তিনি ২০০ মুরগি নিয়ে খামার শুরু করেন।

মুরগির খামারের আয় থেকে সাজেদা আবারো ঘুরে দাঁড়ান। বর্তমানে বাড়ির পাশে ১৪ শতাংশ জমিতে ২ হাজার মুরগির সেড এবং শহরের উপকণ্ঠে ৫৯ শতাংশ জায়গায় ৩ হাজার ব্রয়লার মুরগি পালনের সেড তৈরি করেছেন। পুকুরে মাছ চাষ ও হাঁস পালনের পাশাপাশি শাকসবজি ও ফলের চাষ করেন। বর্তমানে সাজেদা খাতুনের প্রায় ৭০ লাখ টাকার বিনিয়োগ রয়েছে। মেয়েকে অনার্স সম্পন্ন করিয়ে বিয়ে দিয়েছেন। ছেলে উচ্চ মাধ্যমিকে পড়ছে। ভবিষ্যতে তিনি গবাদি পশু ও কৃষি খামার গড়ে তুলতে চান।

রুপা মারমা : এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী

দ্বিতীয়

রুপা মারমা এক আত্মপ্রত্যয়ী নারী। পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি পৌরসভায় তার বসবাস। নানা প্রতিকূলতা পেরিয়ে রুপা মারমা সাফল্যের পথ বিনির্মাণ করেন। ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্প তার এ অগ্রযাত্রায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি শাকসবজি চাষ, হাঁস-মুরগি, গবাদিপশু পালন করে সংসারের অভাব দূর করেছেন। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যাপক গতিশীলতা এসেছে। সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে পারছেন, সম্পদের ওপর মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পারিবারিক এবং আর্থিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতা বেড়েছে। পিছিয়ে পড়া অন্য নারীদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠেছেন। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪-এ এলজিইডির নগর উন্নয়ন সেক্টরে রুপা মারমা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

রুপা মারমা এক আত্মপ্রত্যায়ী নারী। পার্বত্য জেলার খাগড়াছড়ি পৌরসভার বাসিন্দা। জীবনে দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন তিনি। চার-ভাই বোনের মধ্যে তিনি ছিলেন বড়ো। দরিদ্র পিতা অন্যের জমি চাষ করতেন। সব বেলা খাবার জুটত না। বাস করতেন ঝুপড়ি ঘরে। বৃষ্টির দিনে রাত জেগে কাটাতে হতো। বড়ো সন্তান হিসেবে বঞ্চনাটা তার ভাগেই বেশি পড়ত। ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া চলছিল। এর মধ্যেই পিতার দ্বিতীয় বিয়ে পরিবারের ওপর আকাশ ভেঙে পড়ে। পড়াশুনা বন্ধ হয়ে যায়। মায়ের সঙ্গে আত্মীয়ের বাড়ির গবাদি পশু পালন আর গৃহকর্মের কাজ করে বেঁচে থাকার লড়াইটা শুরু হয়। অভাবের কারণে বাল্যবিয়ের শিকার হন রুপা। স্বামী কাঠমিস্ত্রির সহযোগীর হিসেবে কাজ করেন। স্বামীর ঘরেও কষ্ট পিছু ছাড়ে না। তাকে প্রতিনিয়ত গৃহনির্যাতন সইতে হতো। এর পরেও তিনি মানসিক শক্তি সঞ্চয় করে ঘুরে দাঁড়ানোর। স্বামীকে সাহস দেন মিস্ত্রি কাজ করার। নিজেও অন্যের বাড়ি কাজ শুরু করেন। অল্প অল্প করে টাকা জমিয়ে অল্প একটু জমি কিনে ছোট একটি ঘর তৈরি করেন। কোনো রকমে মাথা গোজার একটা ঠাঁই হয়। ঘরে আসে একে একে তিন সন্তান। সংসারের অভাব মিটাতে আঙিনায় শুরু করেন সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি পালন। তবুও অভাব লেগেই থাকে।

স্বাবলম্বী হওয়ার আশায় খাগড়াছড়ি পৌরসভার ইউজিআইআইপি-৩ প্রকল্পের আওতায় নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটির অধীনে বিভিন্ন বৈঠকে অংশ নেন। বৈঠকে পৌরসভার সেবা, সচেতনতা ও নারী উন্নয়নমূলক বিষয়ে অবহিত হয়, যা তার স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখায়। জেন্ডার অ্যাকশন প্ল্যান (গ্যাপ) বাস্তবায়নে নারীদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খাগড়াছড়ি পৌরসভা পরিচালিত মাশরুম চাষ প্রশিক্ষণ নেন, যা দক্ষতা ও আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। রুপা পৌরসভার আর্থিক সহযোগিতায় মাশরুম চাষ করছেন। তার কাজের আগ্রহ দেখে খাগড়াছড়ি পৌরসভার নারী ও শিশু বিষয়ক স্থায়ী কমিটি তাকে একটি গাভী দেন। গবাদি পশু, হাঁস-মুরগি পালন, সবজি চাষ সবমিলিয়ে এখন ভালোভাবেই রুপা মারমার সংসার চলে যাচ্ছে।

রুপার ছেলেমেয়েরা এসএসসি পাশ করেছে। তিনি সন্তানদের উচ্চ শিক্ষিত করার স্বপ্ন দেখেন। রুপা মারমা সামাজিক গতিশীলতা বেড়েছে এবং পারিবারিক ও আর্থ-সামাজিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সক্ষমতা বেড়েছে। নিজের ব্যবসা বড়ো করার পাশাপাশি অসহায় নারীদের এগিয়ে নিতে চান। নারীদের নানাবিধ সুবিধা অসুবিধা, পারিবারিক ঝগড়া বিবাদ আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করেন। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে ভূমিকা রাখছেন। বিশেষ করে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ, বাল্যবিয়ে এবং যৌতুক প্রথার বিরুদ্ধে সচেতনায় সক্রিয় ভূমিকা রাখছেন।

রুপার দশ শতক জমি কিনে সেখানে বসবাস ও আঙিনায় চাষাবাদ করছেন। কিনেছেন আসবাবপত্র ও সোনার গয়না। তিনি 'চেংগা ব্যাঙ' মহিলা সমিতির একজন সদস্য। খামারি হিসেবে স্বপ্ন দেখেন একজন সফল উদ্যোক্তার। পিছিয়ে পড়া নারীদের সহযোগিতায় হাত বাড়াতে চান রুপা মারমা।

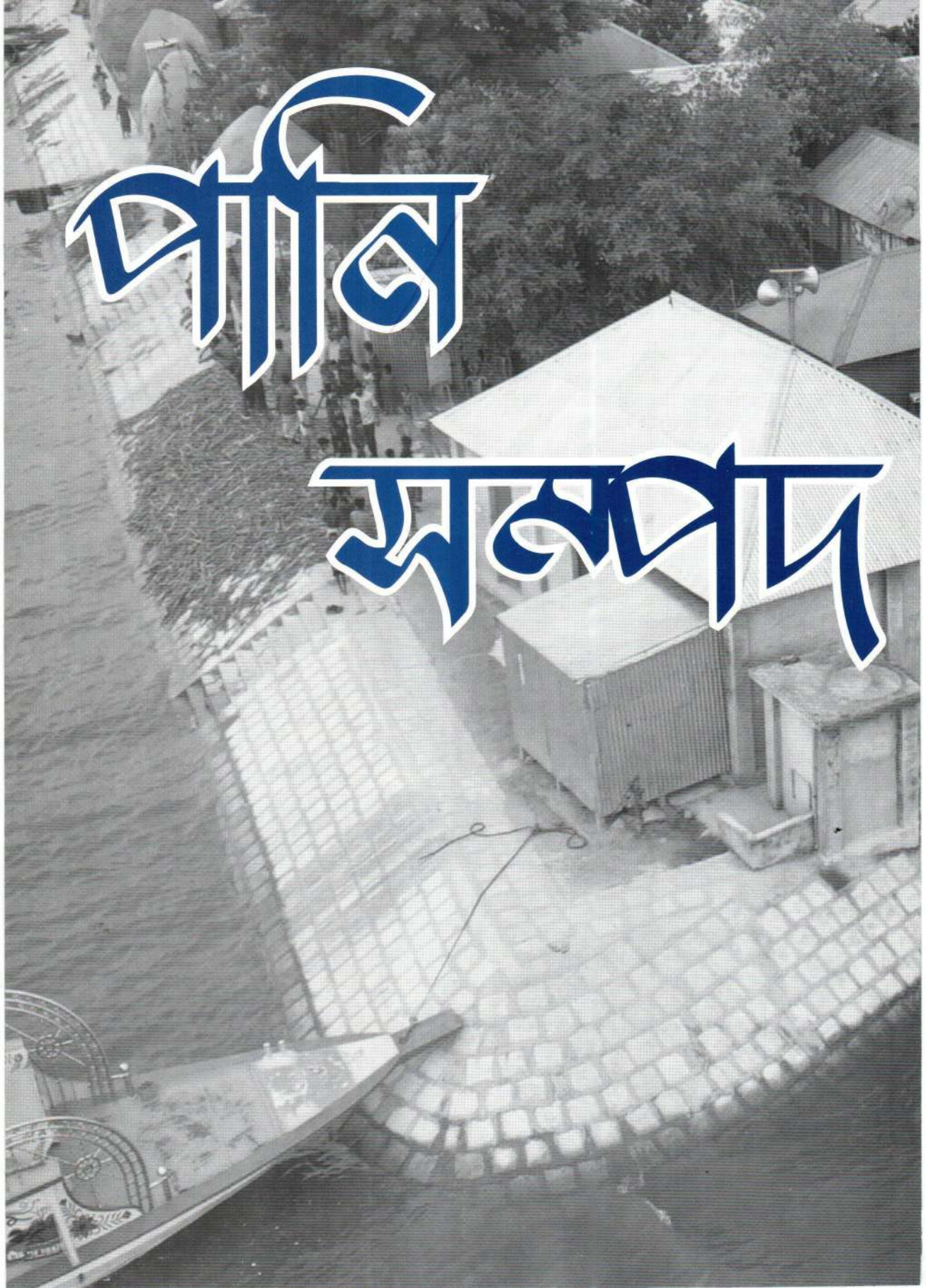
পানি
সম্পদ

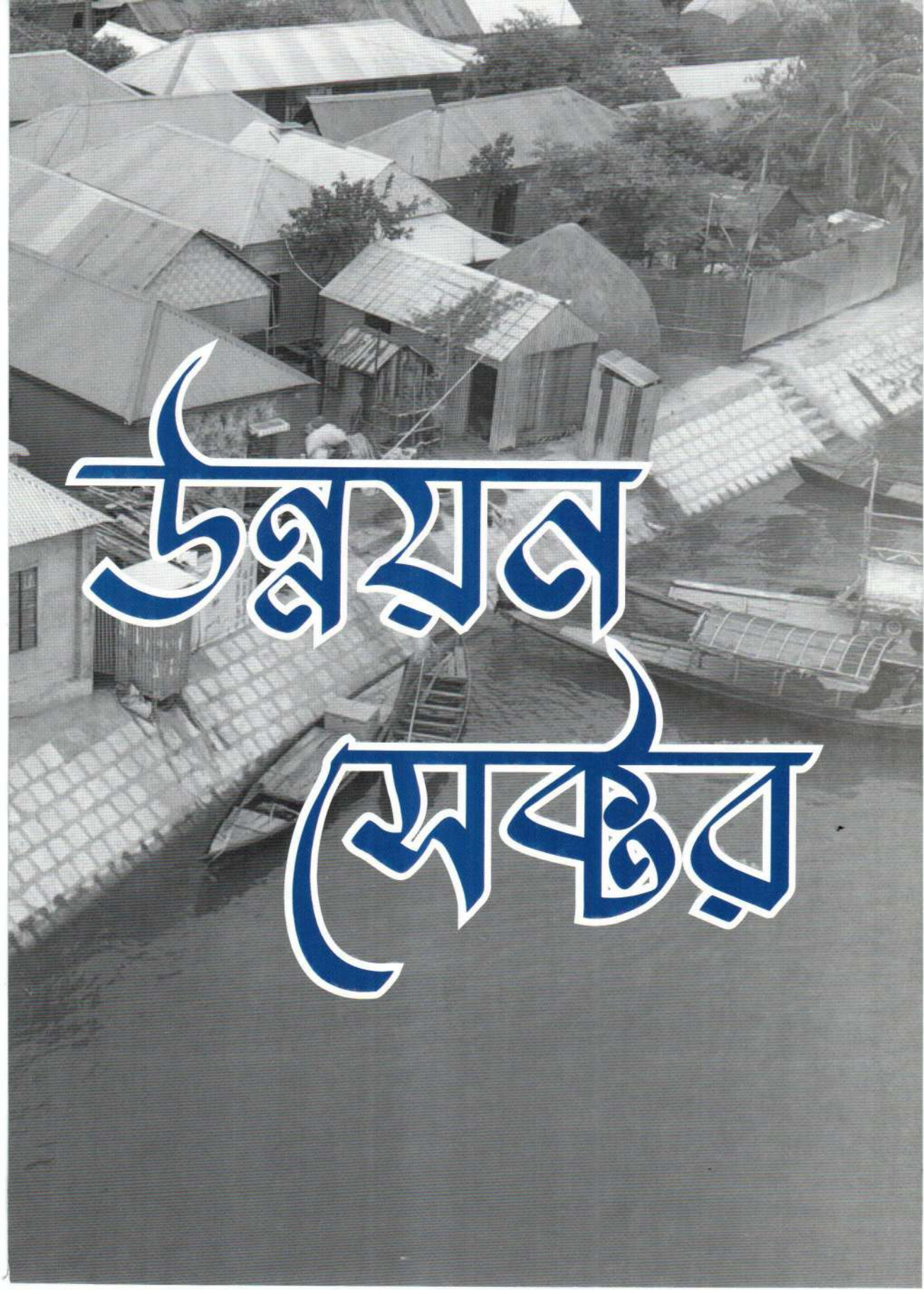
উন্নয়ন
সেক্টর

মোসাঃ মরিওম বিবি : এক অনুসরণীয় নারী

প্রথম

রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ইলামদহী গ্রামের বাসিন্দা মোসাঃ মরিওম বিবি। অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র হিসেবে পরিচয় ছিলো তার। সেইসব পরিচয় সরিয়ে তিনি এখন পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, সফল ও অনুসরণীয় নারী। মাত্র ১৬ বছর বয়সে বিয়ে। দুর্দিনে স্বামীও ছেড়ে যায়। তবু মনোবল হারাননি। সড়ক উন্নয়নের কাজে গিয়ে বানিয়াল-ইলামদহী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি (পাবসস)-এর সদস্য হন। সেলাইকাজ, সবজি চাষ, গরুছাগল পালন, পরিবেশ বান্ধব চুলা তৈরি ও মৎস্য চাষ অব্যাহত রয়েছে। পরিশ্রমে ভাগ্য বদলাতে সফল হয়েছেন। সুন্দর করে সাজিয়েছেন সংসার। এলাকায় বেড়েছে তার গুরুত্ব ও মর্যাদা। পাবসসের ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম জীবনমান উন্নয়নে অবদান রাখায় মরিওম বিবি এলজিইডির প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হওয়ায় ২০২৪ এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মরিওম বিবি প্রথম স্থান অধিকার করেন।

মনোবল অটুট রেখে পরিশ্রম করলে লক্ষ্যে পৌছানো যায়। রাজশাহী জেলার তানোর উপজেলার ৩ নং পাঁচন্দর ইউনিয়নের ইলামদহী গ্রামের মোসাঃ মরিওম বিবি তা প্রমাণ করেছেন। অসহায়, দুস্থ, দরিদ্র হিসেবে পরিচয় ছিলো মরিওম বিবির। সেইসব পরিচয় সরিয়ে তিনি এখন পরিশ্রমী, স্বাবলম্বী, সফল ও অনুসরণীয় নারী।

মরিওম বিবির জন্ম এক ভূমিহীন অসহায় পরিবারে। মাত্র ১৬ বছর বয়সে তার বিয়ে হয়। কিন্তু স্বামীর সংসারেও ছিলো অভাব। সেখানেও সুখ মেলেনি। একটি কুঁড়েঘরে ছিলো তার বসবাস। সন্তান বড়ো হতে থাকে কিন্তু তার জন্য আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি। এমন কী ছেলের লেখাপড়া চালানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এমন দুর্দিনে স্বামী ছেড়ে গেলে মরিওমের সংসারে নেমে আসে অন্ধকার।

মরিওম ভেবে পাচ্ছিলেন না কীভাবে সংসার চলবে। আগামীকাল কি খাবার জুটবে? পরিবারের খরচ মেটানোর জন্য কাজ খুঁজতে থাকেন। অন্যের বাড়িতে কাজ করতে গিয়ে খারাপ আচরণের শিকার হতে হতো। তাই দিনমজুরের কাজ বেছে নেয়। একদিন এলাকার সড়ক উন্নয়নের কাজে গিয়ে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বানিয়াল-ইলামদহী পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি লিমিটেড-(পাবসস) এর কথা তিনি জানতে পারেন এবং সমিতির সদস্য হন। পাবসসের শেয়ার, সঞ্চয়, ঋণ কার্যক্রম বিষয়ে জানতে পারেন, এতে তাঁর স্বপ্ন তৈরি হয়। প্রথমে তিনি ৪ হাজার টাকা ঋণ নিয়ে বাড়ির পাশে সবজি চাষ ও ছাগল পালন শুরু করেন। দিনমজুরের কাজ, সবজি চাষ, ছাগল পালন অব্যাহত রাখেন। সংসারে সুখ আনতে তিনি আরো উদ্যোমী হয়ে ওঠেন। সেলাইয়ের কাজে মরিওমের আগ্রহ ছিলো। পরবর্তীতে তিনি সেলাই মেশিন কেনার জন্য ঋণ নেন। ঘুমের কয়েক ঘন্টা ছাড়া প্রায় ১৮ ঘণ্টা মরিওম পরিশ্রম করতে থাকেন। সেলাই কাজ ও ছাগলের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। এরপর গরু কিনে দুধ বিক্রি শুরু করেন। এতে পরিবারের দৈনন্দিন খরচ চালানোর নিশ্চয়তা তৈরি হয়।

তিনি টেকসই ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় এলসিএস সদস্য হিসেবে কাজ করে অর্থ উপার্জন করেছেন। এছাড়া প্রকল্পের মাধ্যমে দেওয়া বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে তিনি নিজেকে অধিতর যোগ্য করে তোলেন।

মরিওম বিবি এখানেই থেমে থাকেননি। তিনি ১০ কাঠা জমি বর্গা নিয়ে চাষ শুরু করেন। পরের বছর আরো জমি বর্গা নেন। আয় বাড়াতে থাকায় দিনদিন ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধির সাহস পান। বিভিন্ন আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণের নিয়ে সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সফল হন। শাক-সবজি চাষ, হাঁস মুরগি ও গবাদি পশু পালন চলমান রেখেই ২০২২ সালে পরিবেশ বান্ধব চুলা তৈরি ও মাছ চাষে বিনিয়োগ করেন। এরপর ১০ কাঠা জমি কেনেন। বসবাসের জন্য আধা-পাকা দুটি বড় ঘর করেছেন। মরিওম বিবি এলাকার অনুসরণীয় নারী হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছেন।

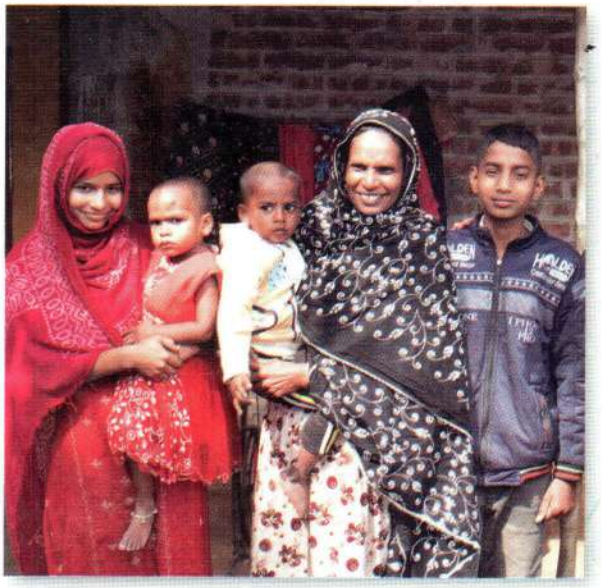

মোছাঃ রুমা আক্তার : প্রমাণ করেছেন স্বপ্ন শেষ হয় না

দ্বিতীয়

রুমা আক্তার ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার ধুরুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়। শ্বশুরবাড়িতে যৌতুকের চাপ সহ্য করতে না পেরে ৩ বছর পর শিশুসন্তানসহ বাবার বাড়িতে ফিরেন। অভাবের কারণে আপনজনেরাও মুখ ফেরান। ভাগ্য বদলের আশায় ঢাকায় এসে গার্মেন্টসে চাকরি নেন। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় ৫ বছর পর আবারো গ্রামে ফিরে আসেন। "বিল ক্যাইলা বালুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি"র সঙ্গে যুক্ত হন। একটি সেলাই মেশিন তার জীবনের স্বপ্নগুলো যেন জোড়া লাগাতে থাকে। নিয়মিত কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি পালন, গরুছাগল মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার তৈরি করে উপার্জন করেন। পরিবার ও সমাজে তার অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। এলজিইডির প্রতি তার অশেষ কৃতজ্ঞতা। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারায় ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে রুমা আক্তার দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

ময়মনসিংহ জেলার গৌরীপুর উপজেলার রামগোপালপুর ইউনিয়নের ধূরুয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন রুমা আক্তার। স্বপ্ন ছিলো লেখাপড়া শিখে চাকরি করে পরিবারের অভাব অনটন দূর করবেন। বাবা-মা ভাই-বোনকে সুখে শান্তিতে রাখবেন। কিন্তু স্কুল জীবনেই তার সেই স্বপ্ন ভেঙে যায়। স্কুল পড়ুয়া রুমা আক্তারের মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয়। সংসারে চরম অভাবের মধ্যে থেকেও লড়াই চালিয়ে গেছেন। নতুনভাবে স্বপ্ন দেখেছেন পরিবারে অভাব দূর করার। হাজারো বাধাতেও স্বপ্ন একদম শেষ হয়ে যায় না রুমা আক্তার তা প্রমাণ করেছেন।

বারবার স্বপ্ন ভাঙলেও তা জোড়া লাগানো সম্ভব রুমার জীবনের গল্প সেটাই জানায়। বিয়ের কিছুদিন পর রুমা মা হন। ছোট্ট শিশু সন্তানসহ তিন সদস্যের পরিবারের ভরণপোষণের দায়িত্ব পালন করতে পারছিলেন না তার স্বামী। রুমা স্বামী ও সন্তানকে খাবার দেওয়ার পর প্রায় দিন নিজে না খেয়ে থাকতেন। এমন কঠিন সময়ে শ্বশুরবাড়ি থেকে রুমাকে যৌতুকের জন্য চাপ দিয়ে মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করা হয়। বিয়ের ৩ বছর পর শিশুসন্তানসহ বাবার বাড়িতে ফিরে আসতে হয়। তখন তার বয়স মাত্র ১৮ বছর। খাদ্যের অভাব যেখানে প্রকট, সেখানে একজন বাড়তি মানুষও বড়ো বোঝা। অভাবের কারণে আপনজনেরাও মুখ ফেরান। জীবনের এই কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি হতে হয় রুমাকেও। বাবা-মার পরিবারে আপনজনদের অস্বাভাবিক আচরণ ও প্রতিবেশিদের কটুকথা বাড়তে থাকে। ভাগ্য বদলের আশায় রুমা ঢাকায় চলে আসেন। গার্মেন্টসে চাকরি নেন। কিন্তু আয়ের চেয়ে ব্যয় বেশি হওয়ায় কুলিয়ে উঠতে পারছিলেন না। তাই গার্মেন্টসে ৫ বছর চাকরি করার পর আবার বাবার বাড়িতে ফিরে আসেন।

রুমাকে বাড়ি করার জন্য ২ শতাংশ জমি দেন তার বাবা। সেই জমিতে ছোট্ট একটি ঘর নির্মাণ করে আঙিনাতে সবজি চাষ ও হাঁস-মুরগি পালন শুরু করেন, সঙ্গে কাজ খুঁজতে থাকেন। ২০১৮ সালে 'বিল ক্যাইলা বালুয়া খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি-এর সদস্য হন। ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় থেকে সেলাই শেখার প্রশিক্ষণ নিয়ে সেলাই মেশিন কিনে কাজ শুরু করেন। একটি সেলাই মেশিন তার জীবনের স্বপ্নগুলোও যেন জোড়া লাগাতে থাকে। একইসঙ্গে কৃষি, মৎস্য, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার তৈরির প্রশিক্ষণ নেন। ৪০ শতাংশের পুকুর লিজ নিয়ে মৎস্য চাষ, বাড়িতে হাঁস-মুরগি, গরু ও ছাগল পালন শুরু করেন। প্রতিটি উদ্যোগ থেকে আয় বাড়তে থাকে। বদলে যায় রুমার জীবনের গল্প। একমাত্র ছেলে এইচএসসি পাস করেছে। তার কাঁচা ঘর-বাড়ি এখন পাকা হয়েছে। সংসারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী কিনেছেন। বর্তমানে পরিবার ও সমাজে রুমা আক্তারের অবস্থান সুদৃঢ় হয়েছে। তিনি এখন গ্রামের বিভিন্ন বিচার কার্যক্রমেও অংশ নেন। পাবসস-এর জেন্ডার কমিটির সদস্য হিসেবে স্থানীয় হতদরিদ্র মানুষদের বিভিন্ন সেবামূলক কাজে ভূমিকা রাখছেন। ছাগল পালনের বড় খামারের স্বপ্ন দেখেন তিনি।

মোছাঃ মুক্তা আক্তার : এক জয়িতা নারী

তৃতীয় (যৌথভাবে)

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ইউনিয়নের বোয়ালীপাড়া গ্রামের বাসিন্দা মোছাঃ মুক্তা আক্তার। মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে। দাম্পত্য জীবন ও সংসার বুঝে ওঠার আগেই মা হন। তিনবেলা নিয়মিত খাবার জুটতো না। অবশেষে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের কাজে যুক্ত হন। কাশাদাহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হন। সেলাই, কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরুছাগল মোটাতাজাকরণ, কেঁচো সার তৈরি বিষয়ে প্রশিক্ষণ নেন। সেলাই কাজেরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামগুলোতে। পরিবারে দিনদিন আয় বাড়তে থাকে। এখন তার মাসে গড় আয় ৫০ হাজার টাকা। কাশাদাহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ও এলজিইডি প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা তার। ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে মুক্তা আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

মানিকগঞ্জ জেলার শিবালয় ইউনিয়নের বোয়ালীপাড়া গ্রামের মুক্তা আক্তার পরিশ্রম করে সংসারে সুখ আনতে সফল হয়েছেন। বাবা-মার সংসারে অভাবের কারণে মাত্র ১৫ বছর বয়সে বিয়ে হয় মুক্তা আক্তারের। সংসার বুঝে ওঠার আগেই মা হন। স্বামী মিষ্টির দোকানের কর্মচারী, যা বেতন পেতেন তাতে সংসারে ভীষণ টানাটানি হতো। তিনবেলা খাবার জুটতো না। অনেকদিন ক্ষুধা পেটে নির্ঘুম রাতে মুক্তা আক্তার ভাবতেন একদিন সুদিন আসবেই। অভাবের মাঝেই দ্বিতীয় সন্তানের মা হন। দিনদিন অভাব বাড়তে থাকায় তিনি কাজের সন্ধানে ছুটোছুটি শুরু করেন। অবশেষে এলজিইডির ক্ষুদ্রাকার পানিসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-২য় পর্যায় তার পাশে দাঁড়ায়।

মুক্তার সংসার জীবনের প্রথম কয়েকটি বছর অনাহারে থাকার রাতগুলো ছিলো অনেক দীর্ঘ। ছোট ছনের ঘর, ঘুমাতেন মাটিতে। ঝড়-বৃষ্টির দিনে ভিজে যেতো বিছানা। সারারাত শিশুসন্তান কোলে জেগে থাকতে হতো। মুক্তা সবসময় স্বামীর পাশে থেকে সাহস জোগাতেন। তারা দুজন মিলে উপার্জনের সিদ্ধান্ত নেন। কাজের সন্ধান পেয়ে কাশাদাহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির সদস্য হন। শুরু করেন সমিতির পক্ষে সদস্য সংগ্রহের কাজ। মুক্তার পরিশ্রম ও সততায় খুশি হন সমিতির সদস্যরা। সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যরা মুক্তাকে সেলাই, কৃষি, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গরু-ছাগল মোটাতাজাকরণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ নিতে উৎসাহিত করেন। প্রশিক্ষণের সুযোগ পেয়ে মুক্তা খুবই মনোযোগ দিয়ে কাজগুলো শেখেন। তারপর ঋণ নিয়ে দর্জির কাজ ও শাকসবজির চাষ শুরু করেন। শাকসবজির ফলন বাড়াতে প্রশিক্ষণ নিয়ে কেঁচো সার তৈরি শুরু করেন। একসময় সার বিক্রি থেকেও টাকা আসে তার। সেলাই কাজেরও সুনাম ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের গ্রামগুলোতে। পরিবারে দিনদিন আয় বাড়তে থাকে। চারজনের খাওয়া, পরা, চিকিৎসা ও সন্তানদের শিক্ষা ব্যয় চালানোর সক্ষমতা আসে। আরও উপার্জনের উদ্যোগ নেন মুক্তা আক্তার।

বর্তমানে গরু মোটাতাজাকরণ ও দুধ উৎপাদনে বিনিয়োগ বাড়িয়েছেন মুক্তা আক্তার। সব মিলিয়ে তার মাসে গড়ে ৫০ হাজার টাকা আয় হয়। তাদের ছনের ঘরটি আর নেই। বৃষ্টিতে বিছানা ভিজে যাওয়ার গল্প এখন অতীত। মুক্তা আক্তার দোতলা বাড়ি করেছেন। সংসার সাজিয়েছেন মূল্যবান আসবাবপত্রে। কৃষি ও দর্জির কাজ এখনও করে যাচ্ছেন। আয়ের নতুন আরেক উৎস যোগ হয়েছে। বিভিন্ন মৌসুমী পিঠা তৈরি করে দেশের বিভিন্ন মেলা বা প্রদর্শনীতে বিক্রয় করেন। মুক্তা জানান, কাশাদাহ পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির ঋণের টাকা পরিশোধ হয়েছে, কিন্তু আমাদের সংসারে যে সুখ এনে দিয়েছে এলজিইডি এই ঋণ কোনোদিন পরিশোধ হবে না। মুক্তা আক্তার এক জয়িতা নারী স্মারক।

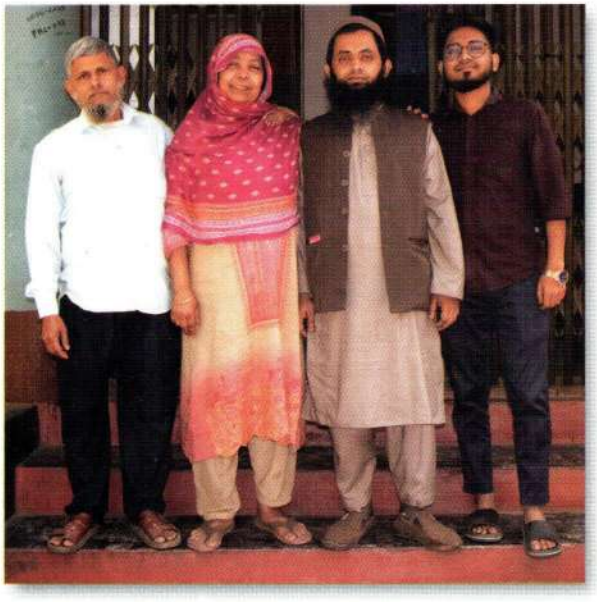

নাছরিন আক্তার ভাসনা : এক সফল নারী উদ্যোক্তা

তৃতীয় (যৌথভাবে)

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের বাসিন্দা নাছরিন আক্তার ভাসনা। সংসারের শুরুতে ভাত-কাপড়ের অভাব ছিল না। সংসারের সুদিনে হঠাৎ বড় আঘাত! স্বামী প্রবাসে যাওয়ার জন্য জমি বন্ধক দেন। কিন্তু প্রতারকের কবলে পড়ে মোটা অংকের টাকা ফেরত পাননি। এতে সংসারে নেমে আসে অভাব। নাছরিন স্বামী ও সন্তানদের বাঁচাতে কাজ খুঁজতে শুরুকরেন। "হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের" মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে পরিচয়। তারপর "বসতবাড়ির পুকুরে মৎস্য চাষ" কার্যক্রমে অংশগ্রহণ। ২০১৮ সালে তার মৎস্যদল উপজেলার শ্রেষ্ঠ মৎসচাষী হিসেবে পুরস্কার পায়। নিয়মিত সবজি চাষ, হাঁস- মুরগি ও গাভী পালন, ঘাস চাষ করেন। সংসারে সুখ সমৃদ্ধি স্বচ্ছলতা এসেছে। এলজিইডির প্রতি তার গভীর কৃতজ্ঞতা। আত্মনির্ভরশীল নারী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করায় ২০২৪-এ এলজিইডির পানিসম্পদ উন্নয়ন সেক্টরে নাছরিন আক্তার যৌথভাবে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন।

হবিগঞ্জ জেলার আজমিরীগঞ্জ উপজেলার নয়ানগর গ্রামের নাছরিন আক্তার এখন সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিত। নাছরিন সংসার জীবনের শুরুতে বেশ সুখ ছিলো। স্বামী ছিলেন কৃষক পরিবারের সন্তান। নিজেদের জমিতে কৃষিকাজ করেই চলতো। তাদের সংসারে ভাত- কাপড়ের অভাব ছিল না। সুখের সময় তার সংসারে আসে এক বড় আঘাত! সন্তানদের আরও উন্নত জীবন দেবার লক্ষ্যে নাছরিনের স্বামী প্রবাসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এ জন্য এক একর জমি বন্ধক দেন। কিন্তু প্রতারকের কবলে পড়ে প্রবাসে যাওয়া হয়নি। মোটা অংকের টাকাও ফেরত পাননি। এতে সংসারে নেমে আসে অভাব ও অশান্তি। জীবনের এই দুঃসময়েও নাছরিন দিশেহারা হননি। ধৈর্য ধরেছেন আবারো সংসারে সুখ ফেরাবার। স্বপ্ন, সাহস ও উদ্যোমে সত্যিই নাছরিন পরিবারে এনেছেন সুখ ও শান্তি।

নাছরিনের স্বামী অন্য কোনো কাজ না পেয়ে দিনমজুরের কাজ শুরু করেছিলেন। কিন্তু তার আয়ে ৫ সদস্যের সংসার চালানো সম্ভব হয় না। দুশ্চিন্তায় অবশেষে তার স্বামী গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। নাছরিন বুঝতে পারেন নিজে উপার্জন না করলে স্বামী ও সন্তানদের বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কোথায় কী কাজ করবেন এই চিন্তার কূল কিনারা পাচ্ছিলেন না। এমন সময় 'হাওর অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্পের' মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা যেন তাকে বাঁচাতেই তাদের গ্রামে হাজির হন। নাছরিনকে তারা 'বসতবাড়ির পুকুরে মৎস্য চাষ' দলের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত করে সুদ-বিহীন ঋণ দেন। পুকুর প্রস্তুতি ও মাছ চাষ বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন।

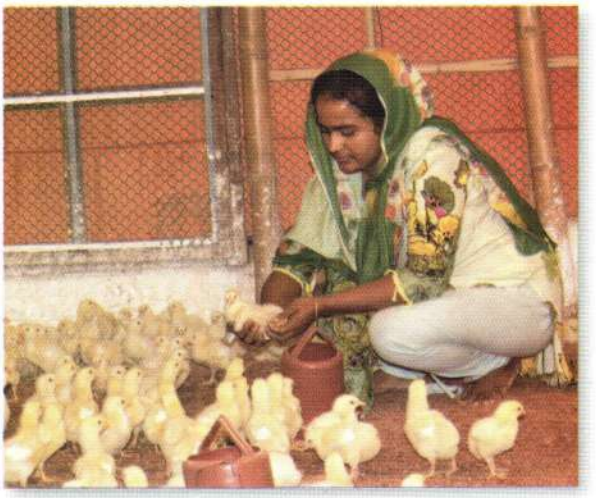

প্রশিক্ষণের পর তিনজন সহযোগী সদস্য নিয়ে প্রকল্প থেকে তিনবছর মেয়াদি প্রায় দুই লাখ টাকা সুদ-বিহীন ঋণ নিয়ে ১৩০ শতক পুকুরে মৎস্য চাষ শুরু করেন। প্রথম বছরেই তাঁরা লভ্যাংশ পান ২৩ হাজার টাকা। পরের দুই বছর লভ্যাংশ আরো বেশি হয়। তিন বছরের প্রকল্পে লাভ হওয়ায় প্রতি বছর স্বপ্ন ও সাহস বেড়ে যায় নাছরিনের। নাছরিন ২০২৩ সাল পর্যন্ত এককভাবে নীট লভ্যাংশ পেয়েছেন সাড়ে ৪ লাখ টাকারও বেশি। সংসারে আর অভাব নেই। দুই ছেলে স্কুলে পড়ছে। স্বামীকে চিকিৎসা করিয়েছেন। আয় বৃদ্ধিতে নতুন বিনিয়োগ করেছেন। নিয়মিত সবজি চাষ, হাঁস-মুরগি ও গাভী পালন, ঘাষ চাষ করেন। পারিবারিক এক একর জমির বন্ধক ছাড়িয়েছেন, বসত বাড়ি মজবুত করে দরকারি আববাবপত্রে সংসার সাজিয়েছেন।

এলাকার অন্যরা নানান বিষয়ে পরামর্শ নিতে আসেন তার কাছে। তিনি দেশের জাতীয় ও হবিগঞ্জের আঞ্চলিক উৎপাদন মাত্রার চেয়েও বেশি মৎস্য উৎপাদনে সক্ষম হয়েছেন। তার মৎস্যদল উপজেলার শ্রেষ্ঠ মৎসচাষী হিসেবে পুরস্কারও পেয়েছে। নাছরিন আক্তার ভাসনা এক সফল নারী উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন।

আন্তর্জাতিক নারী দিবসে এলজিইডির প্রকাশনাসমূহ

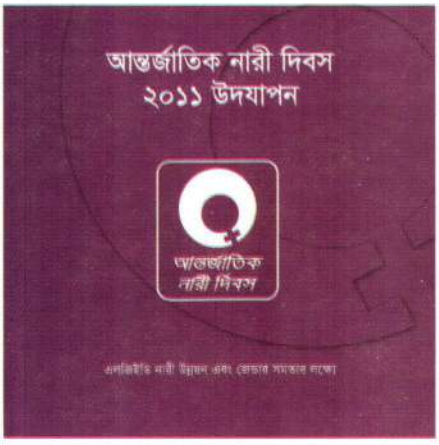

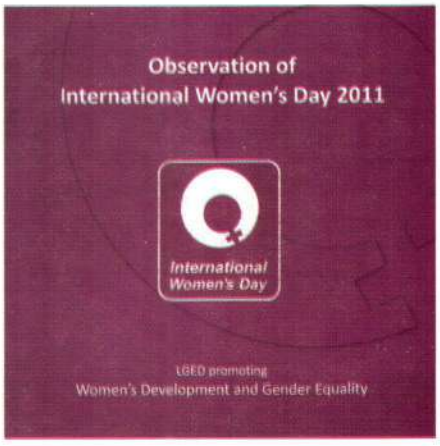

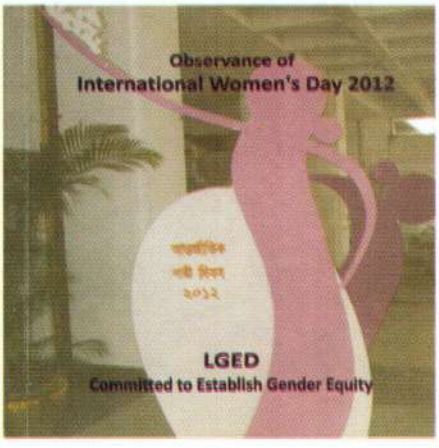

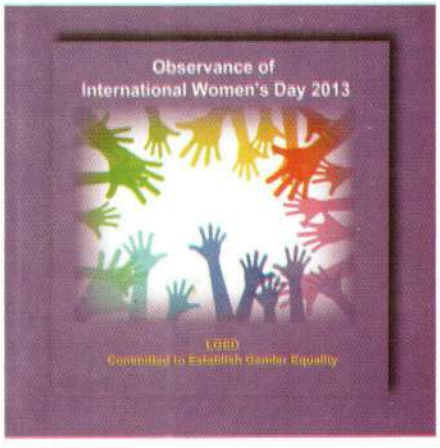

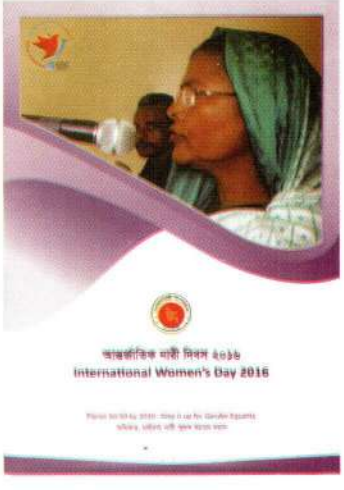

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৭
International Women's Day 2017
Be bold for change
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৮
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

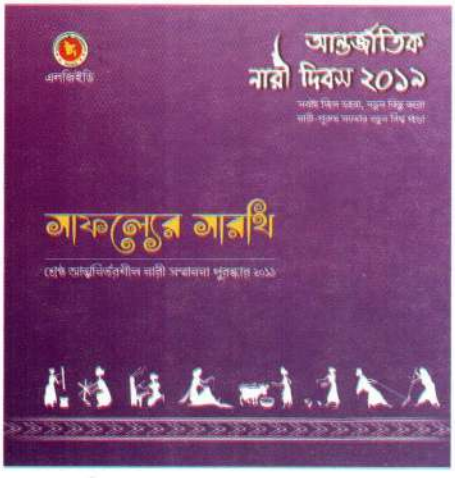

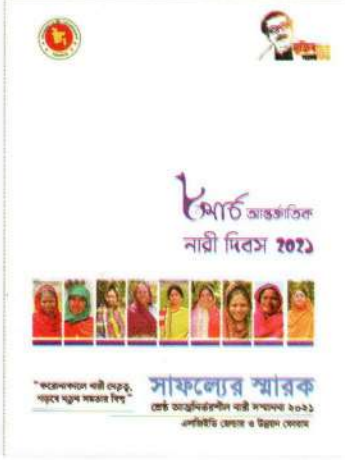

এলজিইডি
আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০১৯
সাফল্যের সারথি
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার

স্বনির্ভরতা স্মারক
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা পুরস্কার
আন্তর্জাতিক নারী দিবস
জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম, এলজিইডি

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক
নারী দিবস ২০২১
সাফল্যের স্মারক
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২১
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম

স্বনির্ভরতার প্রতীক
শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২২
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
আন্তর্জাতিক
নারী দিবস
৮ মার্চ ২০২২

শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী সম্মাননা ২০২৩
এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
নারী সাহসিকা
আন্তর্জাতিক
নারী
দিবস
৮ মার্চ ২০২৩

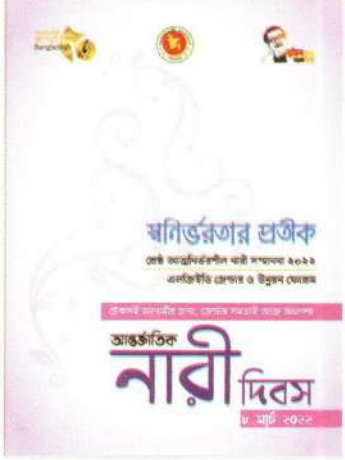

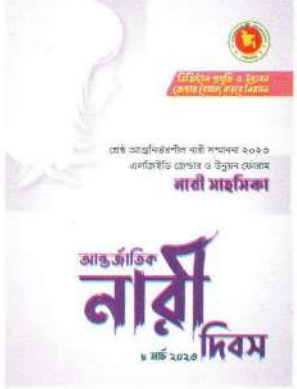

এলজিইডিতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৩
LGED

নারী সম্মাননা পুরস্কার প্রদান ও আলোচনা অনুষ্ঠান

সম্মাননাপ্রাপ্ত শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী ২০১০ থেকে ২০২৪

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১০	১ম	**মোছাঃ সাবেকুন নাহার** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ ফরিদা আক্তার** কুমিল্লা সদর, কুমিল্লা	ইউপিপিআরপি	**বীরঙ্গনা মহালদার** ডুমুরিয়া, খুলনা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**মোছাঃ জাহানারা বেগম** বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মোছাঃ আনোয়ারা খাতুন** চুয়াডাঙ্গা সদর, চুয়াডাঙ্গা	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**মায়ারাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ জাহেদা খাতুন** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মোছাঃ সাহেদা খাতুন** পাংসা, রাজবাড়ী	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১১	১ম	**আছিয়া বেগম** পটুয়াখালী সদর, পটুয়াখালী	আরডিপি ১৬	**মোছাঃ ফাহিমা আক্তারন** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**মর্জিনা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**চন্দ্রমালা** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আছিয়া** কুষ্টিয়া পৌরসভা	এলপিইউপিএপি	**হাজেরা বেগম** লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
		রোকেয়া বেগম তাহেরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি				
	৩য়	**কুলসুম** নোয়াখালী	আরডিপি ১৬	-	-	-	-
		লাইলি বেগম সদর, ঠাকুরগাঁও	আরইআরএমপি				
২০১২	১ম	**মল্লিকা রাণী দাস** সুবর্ণচর, নোয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**হাসিনা বেগম** শাহজাদপুর, সিরাজগঞ্জ	ইউজিআইআইপি	**মনোয়ারা বেগম** কালিগঞ্জ, ঝিনাইদহ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	২য়	**মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**সাবিনা বেগম** সদর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া	এসটিআইএফপিপি ২	**মরিয়ম বেগম** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৩য়	**হিরা বেগম** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**শিউলি আক্তার** সদর, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**আলেয়া পারভীন** তাড়াশ, সিরাজগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৪র্থ	**এমিলি রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সালমা বেগম** বস্তি এলাকা, খুলনা শহর	ইউপিপিআরপি	**আম্বিয়া খাতুন** গাংনী, মেহেরপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	৫ম	**শাহিনা আক্তার** ঝিনাইদহ সদর, ঝিনাইদহ	পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	**উম্মে মাকসুমা** হবিগঞ্জ সদর, হবিগঞ্জ	ইউপিপিআরপি	**শিরিন আক্তার** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেক্টর		নগর উন্নয়ন সেক্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
২০১৩	১ম	**জাহেদা বেগম** রাবারবাড়ি, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**শিউলি আক্তার** মুসালবাদ বস্তি, জামালপুর	এসটিআইএফপিপি ২	**রূপ বানু** লক্ষ্মীপুর সদর, লক্ষ্মীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২
	২য়	**সন্ধ্যা রাণী** পাথরঘাটা, বরগুনা	আরডিপি ১৬	**সোনিয়া বেগম** ঢালপুর বস্তি, ঢাকা	ইউপিপিআরপি	**রানু বেগম** বিকোনা গ্রাম, ঝালকাঠি	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
	৩য়	**কাজি শারমিন** মধুখালি, ফরিদপুর	আরডিপি ২৪	**নারগিস বেগম** চকমুক্তার, নওগাঁ	ইউপিপিআরপি	**তানজিলা খাতুন** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১
২০১৪	১ম	**মোছাঃ আনোয়ারা বেগম** দিরাই, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ রুখছানা পারভিন** বগুড়া	ইউপিপিআরপি	**মধুরা দ্রং** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মাহিনুর বেগম** গলাচিপা, পটুয়াখালী	আরআরএমএআইডিপি	**মোছাঃ সাহেরা বানু** পাবনা	ইউজিআইআইপি ২	**জরীনা আখতার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**সন্ধ্যা রানী** আদিতমারি, লালমনিরহাট	আরআইআইপি ২	**ইতি রানী শীল** ব্রাহ্মণবাড়িয়া	ইউজিআইআইপি ২	**শ্রিমতি সুদেবী মন্ডল** টুঙ্গিপাড়া, গোপালগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৫		**মোছাঃ পেয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মোছাঃ বুলিনা আক্তার** বেনাপোল পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ কাবিরন নেছা** সদর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
		মোছাঃ মাহফুজা পারভিন বোয়ালমারী, ফরিদপুর	এসডাব্লিউবিআরডিপি	**মোছাঃ সাহিমা বেগম** নওগাঁ পৌরসভা	ইউপিপিআরপি	**ময়না আক্তার** শ্রীনগর, মুন্সিগঞ্জ	আইডাব্লিউআরএম ইউনিট
		ছামেনা রামগতি, লক্ষ্মীপুর	আরআরএমএআইডিপি	**শামিমা নাসরিন** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**সুলতানা আক্তার** ধোবাউড়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০১৬	১ম	**মোছাঃ রেজিয়া বেগম** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি	**মোছাঃ শামসুন্নাহার** বরগুনা পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ নুরজাহান সুলতানা** মধুখালী, ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	২য়	**মোছাঃ মনোয়ারা বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**মেহেরুনিকা** চাঁদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মকলুদা খাতুন (সোমা)** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**মোছাঃ খোদেজা বেগম** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিসিএপি	**আনজুমান আরা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**মোছাঃ ইসমত আরা শিল্পী** আক্কেলপুর, জয়পুরহাট	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেন্টর		নগর উন্নয়ন সেন্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেন্টর	
২০১৭	১ম	**শেফালী বেগম** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**আনোয়ারা বেগম** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রতিবালা দাস** অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**বিলকিস বেগম** মুন্সিগঞ্জ সদর, মুন্সিগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	**হালিমা খাতুন** কক্সবাজার পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রিক্তা খাতুন রিতা** কলমাকান্দা, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি
	৩য়	**সোনাভান বিবি** সাতক্ষীরা সদর, সাতক্ষীরা	আরইআরএমপি	**ইসলাম খাতুন** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**পারুল বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড় **মোছাঃ মকজকুরা বেগম** গোদাগাড়ী, রাজশাহী	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি পিএসএসডাব্লিউআরএসপি
২০১৮	১ম	**ললিতা রায়** তাহিরপুর, সুনামগঞ্জ	সিবিআরএমপি	**বিউটি আক্তার** বান্দরবান পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**নুসরাত বেগম স্বপ্না** সুনামগঞ্জ সদর, সুনামগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ মরিয়ম বেগম** পঞ্চগড় সদর, পঞ্চগড়		**তাজনাহার আক্তার** লাকসাম পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**রোজিনা আক্তার** ফুলপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**কুদ বানু** বিয়ানীবাজার, সিলেট	আরইআরএমপি ২	**মোছাঃ লাকী খাতুন** নাগেশ্বরী পৌরসভা	এনওবিআইডিইপি	**করফুন্নেছা** বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০১৯	১ম	**রাহেলা বেগম** পাইকপাড়া, রাজৈর মাদারীপুর	সিসিআরআইপি	**শিউলী রানী দে** বেনাপোল, যশোর	ইউপিআইআইপি ৩	**মোছাঃ মরতুজা বেগম** হাসামপুর, আজমিরীগঞ্জ হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
	২য়	**মোছাঃ ফরিদা** ইসলাবাড়ী, দিঘাপতিয়া, নাটোর	আরইআরএমপি ২	**জমিলা বেগম** সুজালপুর, বীরগঞ্জ দিনাজপুর	নবীদেপ	**ইতি সুলতানা** বানেশ্বরদী, নগরকান্দা ফরিদপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**স্মৃতি কণা মন্ডল** শুয়াগ্রাম কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ	সিসিআরআইপি	**লিলি আক্তার** ফরিদপুর পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ২	**নূরজাহান বিবি** পাঁচন্দর, তানোর, রাজশাহী **মায়া রানী বিশ্বাস** ঠাকুর বাখাই, ফুলপুর ময়মনসিংহ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি ২ এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
২০২০	১ম	**আঞ্জুরা আক্তার** নেত্রকোণা সদর	আরইআরএমপি ২	**রুবি আক্তার** পৌরসভা, বান্দরবান	ইউজিআইআইপি	**রুজিনা আক্তার** পাকুন্দিয়া, কিশোরগঞ্জ	এইচআরএফএমএলডিপি
	২য়	**অনিতা রাণী** কলাপাড়া, পটুয়াখালী	সিআরআরআইপি	**মোসাঃ লাকী বেগম** পৌরসভা, বরগুনা	সিটিইআইপি	**লিপি বেগম** সরিষাবাড়ি, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি (জাইকা)
	৩য়	**মোছাঃ লাভলী বেগম** জয়পুরহাট সদর	আরআরসিএমএপি	**রাফেজা আক্তার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**মোছাঃ ছাবিনা বেগম** মহাদেবপুর, নওগাঁ	পিএসএসডাব্লিউআরএসপি

সন	ক্রম	পল্লি উন্নয়ন সেন্টর		নগর উন্নয়ন সেন্টর		পানি সম্পদ উন্নয়ন সেন্টর	
২০২১	১ম	**আঁখি আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**রাজিয়া খাতুন** সদর পৌরসভা, যশোর	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ জেসমিন আক্তার** সরিয়াবাড়ী, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**ফরিদা বেগম** ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	**লিপি রাণী চাকলাদার** ফুলপুর পৌরসভা, ময়মনসিংহ	নবীদেপ	**স্বপ্না আক্তার** মোহনগঞ্জ, নেত্রকোণা	এইচআইএলআইপি ও ক্যালিপ
	৩য়	**তাছলিমা বেগম** সদর, গোপালগঞ্জ	আরইআরএমপি ২	**মুনিরা বেগম** চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা	ইউজিআইআইপি ৩	**রোজিনা আক্তার** নবীনগর, বি. বাড়িয়া	এইচআইএলআইপি
২০২২	১ম	**হেনা বেগম** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**জাহানারা খাতুন** ফুলপুর, ময়মনসিংহের	নবীদেপ	**লুনা কবির** কালকিনি, মাদারীপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**মদিনা বেগম** চল্লিশা ইউনিয়ন, সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**অর্চনা ঠাকুর**	ইউজিআইআইপি ৩	**লালবানু** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
		মোছাম্মৎ আমেনা বেগম ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	চাঁপাইনবাবগঞ্জ পৌরসভা		**সালমা নজরুল** সিঙ্গাইর, মানিকগঞ্জ	এসএসডাব্লিউআরডিপি
	৩য়	**মোছাম্মৎ হাসনা বেগম** সদর, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**মোসাম্মৎ রেখা** জয়পুরহাট পৌরসভার	ইউজিআইআইপি ৩	**আছমা আক্তার** ইটনা, কিশোরগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০২৩	১ম	**সুমি বেগম** রাজারহাট, কুড়িগ্রাম	প্রভাতী	**কমলা বেগম** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ শামীমা আক্তার** মাদারগঞ্জ, জামালপুর	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	২য়	**অজিদা আক্তার** সদর উপজেলা, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি ২	**মোছাঃ হাছনা বেগম** জয়পুরহাট সদর, জয়পুরহাট	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ আঞ্জুমান আরা** ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ	এসএসডাব্লিউআরডিপি ২
	৩য়	**মোছাঃ রোকেয়া খাতুন** গঙ্গাচড়া, রংপুর	প্রভাতী	**টুম্পা ঘোষ** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি ৩	**মোছাঃ দিলবাহার বেগম** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি
						রাহেলা হক বানিয়াচং, হবিগঞ্জ	এইচআইএলআইপি
২০২৪	১ম	**মোসাঃ ঋতু আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-৩	**সাজেদা খাতুন** সদর, জয়পুরহাট	ইউজিআইআইপি-৩	**মোসাঃ মরিওম বিবি** তানোর, রাজশাহী	এসএসএসডব্লিউআরডিপি
	২য়	**মোছাঃ কুলসুম বেগম** ফুলছড়ি, গাইবান্ধা	প্রভাতী	**রুপা মারমা** খাগড়াছড়ি পৌরসভা, খাগড়াছড়ি	ইউজিআইআইপি-৩	**মোছাঃ রুমা আক্তার** গৌরীপুর, ময়মনসিংহ	এসএসডব্লিউআরডিপি (২য় পর্যায়)
	৩য়	**সাজেদা আক্তার** সদর, নেত্রকোণা	আরইআরএমপি-৩			**মোছাঃ মুক্তা আক্তার** শিবালয়, মানিকগঞ্জ	এসএসডব্লিউআরডিপি (২য় পর্যায়)
		লাকী রানী নাথ ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	আরইআরএমপি-৩			**নাছরিন আক্তার ভাসনা** আজমিরীগঞ্জ, হবিগঞ্জ	এইচএফএমএলআইপি

২০১০ থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত যে সকল প্রকল্প সহায়তায় শ্রেষ্ঠ আত্মনির্ভরশীল নারী নির্বাচিত হয়েছে সেসব প্রকল্পের নাম:

পল্লী উন্নয়ন সেক্টর	
সিসিএপি	ক্লাইমেট চেঞ্জ এ্যাডাপটেশন প্রজেক্ট
সিবিআরএমপি	কমিউনিটি বেইজড রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট
সিসিআরআইপি	কোস্টাল ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
সিআরআরআইপি	ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট
আরআরসিএমপি	রুরাল রোড এন্ড কালভার্ট মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরডিপি ১৬	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ১৬
আরডিপি ২৪	রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট ২৪
আরইআরএমপি	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম
আরইআরএমপি ২	রুরাল ইমপ্লয়মেন্ট এ্যান্ড রোড মেইনটেন্যান্স প্রোগ্রাম ২
আরআইআইপি ২	সেকেন্ড রুরাল ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আরআরএমএআইডিপি	রুরাল রোড এ্যান্ড মার্কেট এক্সেসেস ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসডাব্লিউবিআরডিপি	সাউথ ওয়েস্ট বাংলাদেশ রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ	রাজস্ব বাজেটের আওতায় পল্লি অবকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচি
প্রভাতী	অবকাঠামোগত দক্ষতা উন্নয়ন ও তথ্যের মাধ্যমে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধি (প্রভাতী) শীর্ষক প্রকল্প
নগর উন্নয়ন সেক্টর	
সিটিইআইপি	কোস্টাল টাউন এনভায়রনমেন্টাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রকল্প
এলপিইউপিএপি	লোকাল পার্টনারশীপ ফর আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন প্রজেক্ট
নবীদেপ	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প
এনওবিআইডিইপি	নর্দার্ন বাংলাদেশ ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
এসটিআইএফপিপি ২	সেকেন্ডারি টাউন্স ইন্টিগ্রেটেড ফ্লাড প্রোটেকশন প্রজেক্ট ২
ইউপিপিআরপি	আরবান পার্টনারশীপ ফর পোভার্টি রিডাকশন প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি	আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ২	সেকেন্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
ইউজিআইআইপি ৩	থার্ড আরবান গভর্নেন্স এ্যান্ড ইনফ্রাস্টাকচার ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর	
এইচআইএলআইপি (হিলিপ)	হাওর ইনফ্রাস্ট্রাকচার এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
এইচএফএমএলআইপি	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট
আইডাব্লিউআরএম ইউনিট	ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটার রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট ইউনিট
এইচআরএফএমএলডিপি	হাওর ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট এ্যান্ড লাইভলিহুড ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট
পিএসএসডাব্লিউআরএসপি	পার্টিসিপেটরি স্মল স্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস সেক্টর প্রজেক্ট
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ১	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ১
এসএসডাব্লিউআরডিএসপি ২	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট সেক্টর প্রজেক্ট ২
এসএসডাব্লিউআরডিপি ১	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (১ম পর্যায়)
এসএসডাব্লিউআরডিপি ২	স্মলস্কেল ওয়াটার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট (২য় পর্যায়)

আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রতিপাদ্য: ২০১০-২০২৪

২০১০	নারী-পুরুষের সমসুযোগ, সমঅধিকার দিন বদলের অগ্রযাত্রায় উন্নয়নের অঙ্গীকার
২০১১	শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে সমসুযোগ: নিশ্চিত করবে নারীর কর্মসংস্থান ও উন্নয়ন
২০১২	কিশোরী তরুণী বালিকা মিলাও হাত গড়ে তোলো সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ
২০১৩	নারীর তথ্য পাওয়ার অধিকার ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার
২০১৪	অগ্রগতির মূলকথা নারী-পুরুষ সমতা
২০১৫	নারীর ক্ষমতায়ন, মানবতার উন্নয়ন
২০১৬	অধিকার, মর্যাদায় নারী-পুরুষ সমানে সমান
২০১৭	নারী-পুরুষ সমতায় উন্নয়নের যাত্রা বদলে যাবে বিশ্ব, কর্মে নতুন মাত্রা
২০১৮	সময় এখন নারীর: উন্নয়নে তারা বদলে যাচ্ছে গ্রাম-শহরে কর্ম-জীবনধারা
২০১৯	সবাই মিলে ভাবো, নতুন কিছু করো নারী-পুরুষ সমতার নতুন বিশ্ব গড়ো
২০২০	প্রজন্ম হোক সমতার সকল নারীর অধিকার
২০২১	করোনাকালে নারী নেতৃত্ব গড়বে নতুন সমতার বিশ্ব
২০২২	টেকসই আগামীর জন্য জেন্ডার সমতাই আজ অগ্রগণ্য
২০২৩	ডিজিটাল প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন জেন্ডার বৈষম্য করবে নিরসন
২০২৪	নারীর সমঅধিকার, সমসুযোগ এগিয়ে নিতে হোক বিনিয়োগ

প্রকাশনা সহায়তা

সম্পাদনা
গোপাল কৃষ্ণ দেবনাথ
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
এলজিইডি

লিখন সহযোগিতা
মোঃ আমিনুর রহমান
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী
আইডব্লিউআরএম ইউনিট, এলজিইডি

খান মো. রবিউল আলম
মিডিয়া পরামর্শক
আরসিআইপি, এলজিইডি

মেহেবুব আলম বর্ণ
কমিউনিকেশন স্পেশালিস্ট
ইএমসিআরপি, এলজিইডি

হাসনে আরা বেগম
জেন্ডার স্পেশালিস্ট, সিআরডিপি
এলজিইডি

প্রচ্ছদ ও গ্রাফিক্স ডিজাইন
লোকন বড়ুয়া (রূপম)
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস

অক্ষর বিন্যাস
মোঃ খালেকুজ্জামান শামীম

মুদ্রণে
অগ্রণী প্রিন্টিং প্রেস
এলজিইডি সদর দপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

এলজিইডি জেন্ডার ও উন্নয়ন ফোরাম
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
আগারগাঁও, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা ১২০৭
www.lged.gov.bd